কবিতায় তোমাকে

অনন্ত কুমার নিশি

CamScanner

অনন্ত কুমার নিশি বয়সে প্রবীণ হলেও লেখালেখিতে প্রায় নবীন। বাংলাদেশের এক প্রত্যন্ত গ্রামে জন্ম নেওয়া, শ্যামল কোমল এই বাংলার আলো ও বাতাসে বেড়ে ওঠা নিশি পরিণত বয়সে এসে প্রবাসী হয়েছেন, পাশ্চাত্য-জীবনের জটিল-জঙ্গমতার সহযাত্রী হয়েছেন। তারপরও তিনি তাঁর অন্তরে নিরন্তর লালন করেন শৈশব-কৈশোর ও তারুণ্যের সেই স্বপ্নের মধুর সময়কে। তাই তো তিনি প্রৌঢ়ত্বের এই ধূসরসময়ে এসেও প্রচণ্ড আবেগ ও ভালোবাসায় নতুন করে কবিতা চর্চায় মনোযোগী হয়েছেন। তাঁর কবিতার প্রধান সুর প্রেম ও প্রকৃতি। কবিতার প্রকার প্রকরণ বা টেকনিক নির্ভর না হয়ে তিনি চালিত হয়েছেন বেশি নিজস্ব আবেগ ও ভালোবাসায়। অতীত স্বপ্নের সময়গুলোর পাশাপাশি সমসাময়িক জীবন আর প্রকৃতিও নানাভাবে ছায়া মেলেছে তাঁর কবিতায়। নিশির মতো যারা কবিতাকে ভালোবাসেন তাদের হৃদয়কে নিশ্চয়ই ছুঁয়ে যাবে তাঁর কবিতা, ভাবনা ও ভালোবাসা।

এই সৃজন-উপত্যকায় আমি তাঁর একজন অগ্রজ হিসেবে কবি অনন্ত কুমার নিশিকে এই ভুবনে স্বাগত জানাই এবং কামনা করি তাঁর সৃষ্টিশীলতা আরও গতিময় হোক, নিত্য-নতুন সৃজনকর্মে অধিকতর সমৃদ্ধ করুক আমাদের জীবন ও সাহিত্যকে।

এ কে শেরাম
সিলেট

CamScanner

কবিতায় তোমাকে

অনন্ত কুমার নিশি

ঘাস প্রকাশন

কবিতায় তোমাকে ॥ অনন্ত সিংহ নিশি
প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০২৪

প্রকাশক
নাজমুল হক নাজু
ঘাস প্রকাশন, মাছুদিঘির পাড়, সিলেট
ghas.prakashan@gmail.com
+৮৮০১৭১১৩৩৬৪০৭

মুদ্রক
ছাপাকানন, সিলেট
দূরভাষ +৮৮০১৯৭১৩৩৬৪০৭

পরিবেশক
বাতিঘর, নিউ নেশন, সিলেট ও পাঠক সমাবেশ, ঢাকা
অনলাইন পরিবেশক : রকমারি ডট কম

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
ইবনে মাহমুদ

৳ ১৫০/-

Kobitai Tumake by Ananta Kumar Nishi
Published by Ghas Prakashan, Masudighir Par, Sylhet, Bangladesh.
Price ৳150.00, First Published October 2024

ISBN - 978-984-99158-1-2

CamScanner

আমাকে যাঁরা পৃথিবীর মুখ দেখিয়েছেন
আমার স্বর্গত পিতা ও মাতা
নামৈরাকপম শ্রী গোপি সিং ও লাইশ্রমনিঙোল থলাই দেবী
তাঁদের পুণ্য স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁদের পদতলে উৎসর্গ করলাম

CamScanner

আমার কিছু কথা

ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীর বহু দেশ ষড়ঋতুর দেশ। তাছাড়া পৃথিবীর আরো বহু দেশ ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে আবর্তিত, তারই মধ্যে আমাদের মানবজাতির বসবাস। কোনো ঋতুই প্রেম-ভালোবাসা, দুঃখ-বেদনাকে ছেড়ে যেতে পারেনি। কারণ প্রকৃতি মানুষের মনে প্রেম-ভালোবাসার জন্ম দেয়, দেয় আনন্দ-বেদনার অনিবার্য অনুভূতিও। প্রকৃতির সৌন্দর্য প্রতিটি মানুষের বোধ ও ভাবনায় কবিত্বেরও জন্ম দেয়।

আমার জন্ম ১৯৫৮ সালের ১৮ আগস্ট, বাংলাদেশের মৌলভীবাজার জেলার অন্তর্গত বর্তমান জুড়ী উপজেলার গোয়ালবাড়ি গ্রামের এক মণিপুরী (মৈতৈ) পরিবারে। আমার মাতৃভাষা মণিপুরী (মৈতৈ লোন), জন্মসূত্রে আমার দ্বিতীয় মাতৃভাষা বাংলা। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত লেখাপড়ার মাধ্যম ছিল বাংলা।

শৈশব কৈশোরের বেড়ে ওঠা, চারপাশ ঘিরে থাকা ষড়ঋতুর সৌন্দর্য আমার বোধ ও ভাবনায় প্রেম-ভালোবাসার জন্ম দিয়েছে। এমনকি হৃদয়-মন্দিরে কবিতার ছন্দও দোদুল দোলায় খেলা করেছে। প্রাথমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম, পল্লীকবি জসীমউদ্দীন সহ বিখ্যাত সব কবিদের কবিতা পড়ে ভাবনায় কবিতা জন্মাতো। আরেকটা বিষয় উল্লেখ না করলে সত্যের অপূর্ণতা থেকে যাবে। সত্তর দশকের মাঝামাঝি এবং আশির দশক জুড়ে আজ অব্দি আমার বড় ভাইয়ের সহপাঠী, সমশ্রেণির, শ্রদ্ধেয় বড় ভাই কবি এ কে শেরামের লেখা ও তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'মৈরা' ম্যাগাজিনের অনেক কবিতা-প্রবন্ধ আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। আজও এ কে শেরাম দাদার লেখা কবিতা প্রবন্ধ আমাকে উৎসাহিত আর আপ্লুত করে তোলে। আরো উৎসাহিত হয়েছি লেখক মনিহার সিনহা (শোণী)র লেখা বই 'পথ চলতে চলতে' পড়ে। উৎসাহিত করেছে কবি সনাতন হামোম এবং ছোট ভাই ও কবি হামোম প্রমোদের লেখাও।

CamScanner

আমার বোধ-ভাবনায় সদা বিরাজমান কবিতার প্রতি প্রেম ও ভালোবাসা। কিন্তু সুন্দর শব্দ প্রয়োগে ছন্দ গঠনে বাক্য বিন্যাসে আমি দুর্বল। মেধা ও প্রতিভা তেমন নেই। বিভিন্ন কবি সাহিত্যিকদের বইও যথেষ্ট পড়া হয়নি। খুব সম্ভব ষড়ঋতুর দেশে জন্মেছি বলে অনেকটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে কবিতা-প্রেম আমার বোধ ও ভাবনায় কাজ করে। যার ফলে বার্ধক্য বয়সে এসে 'কবিতায় তোমাকে' নামের একটি বই প্রকাশের এই একান্ত চেষ্টা। এ ব্যাপারে আমার কোনো পূর্ব-অভিজ্ঞতা নেই। বানান ঠিক করা থেকে শুরু করে যাবতীয় বিষয়ে সহযোগিতা করেছেন অগ্রজপ্রতিম শ্রদ্ধেয় কবি এ কে শেরাম। তাঁর প্রতি আমার অনিঃশেষ শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। যে কোনো ধরনের ভুল-ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে আমাকে উৎসাহিত করার জন্য পাঠকবৃন্দের কাছে বিনীত অনুরোধ রইল।

অনন্ত কুমার নিশি
মন্ট্রিয়ল, কানাডা।

সূচি

ভোগ ও ভোগী ১১
সময় ১২
তোমায় যেতে দেব না ১৩
শাশ্বত বসন্ত ১৪
শীতে গ্রীষ্মের ভাবনা ১৫
ভাবনার মিল ১৬
অন্তিম গন্তব্য ১৭
ব্যর্থ ভাবনা ১৮
অন্ধ প্রেম ১৯
বিবর্ণ ভাবনা ২০
যুগল সুন্দর ২১
আজকের দেখা দৃশ্য ২২
শব্দ ও আওয়াজ ২৩
শরৎ এর সন্ধ্যা ২৪
প্রমাণ করি মিথ্যে উপমা ২৫
দৃষ্টি ও স্মৃতি ২৬
নির্দয় থেকে সদয় ২৭
জন্ম তার আজন্ম দুর্ভাগ্য ২৮
প্রাসঙ্গিক কিছু কথা ২৯
ফিরে এসো ৩০
হতে নেই বিরহবিচ্ছেদ ৩১
এমনি কেমন ৩২
মাত্রাতিরিক্ত ৩৩
আবছা ধূসর ছায়া ৩৪
নিশ্চুপ নির্বিকার ৩৫
তৃষ্ণা আমার ৩৬
ইতিহাস মানে না ৩৭
বোকা তুমি ৩৮
শৈশব স্মৃতি ৩৯
নববর্ষ ৪০
দৃষ্টিতে নয় স্মৃতিতে প্রেম ৪১
সময় ও ভাবনা ৪২
৪৩ বোধ শক্তি ও সময়
৪৪ তুমিই সত্যি
৪৫ তৃপ্ত দুজনে
৪৬ কোথায় প্রেম-ভালোবাসা
৪৭ তোমার ছোঁয়া
৪৮ তোমার নাম আমার স্মৃতিতে
৪৯ প্রয়াস
৫০ বিশ্বাস-অবিশ্বাস
৫১ সত্য-মিথ্যা
৫২ তুমি সর্বমানুষের
৫৩ শীতের মৌসুম
৫৪ আমার দেখা গ্রাম
৫৫ আজও নতুন
৫৬ থাকব সাথী রাখবে আমায়
৫৭ নির্দয় মন হবে সদয়
৫৮ মানবিক শিক্ষা
৫৯ দুজনের পূর্ণতা
৬০ দৃষ্টির আড়াল
৬১ অপ্রাসঙ্গিক ভাবনা
৬২ পুরোনো দিনের চাহনি
৬৩ অন্তর্বস্তুর জন্য
৬৪ ভাবনার নির্মোহ পরিক্রমা
৬৫ জেরি পার্কে দেখা দৃশ্য
৬৬ আমি, আমি-তুমি, তুমি আজকাল
৬৭ নিয়ন্ত্রণ
৬৮ চলে যাবে সংশয়
৬৯ হীন বোধ
৭০ একটি ফুল
৭১ আজ আর কাল
৭২ ভাবনাতেই অমিল
৭৩ ধরিত্রীতে আজ দাহ
৭৪ সভ্যতার প্রসার
৭৫ প্রেম নয়, ভালোবাসা
৭৬ ঈশাণ কোণে কালো মেঘ
৭৭ উদার রূপ
৭৮ চাই না নতুন কোভিড বিন্যাস
৭৯ রোমান্টিক পরিবেশে যান্ত্রিক জীবন
৮০ বিদ্বান ও জ্ঞানী
৮১ প্রথমে অস্তিত্ব
৮২ দৃষ্টি-দর্শন

CamScanner

মাত্রাতিরিক্ত ৮৩
শুভ বুদ্ধির উদয় ৮৪
ভাবনা ৮৫
মেঘের গর্জন ৮৬
সাম্যে দৃষ্টি ৮৭
হীনম্মন্যতা ৮৮
বোধগম্য ৮৯
নিরপেক্ষ ৯০
মুগ্ধতার প্রকাশ ৯১
বিরহ স্মৃতি ৯২
চঞ্চল ভাবনা ৯৩
ভালোবাসা ৯৪
পরিশ্রান্ত বদন ৯৫
স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ ৯৬

CamScanner

ভোগ ও ভোগী

আমি ভোগ, আমি ভোগী।
কখনো আমি হিংসা, কখনো অহিংসা,
নেই কোনো ত্যাগ, নেই কোনো ক্ষমা।
আমি কখনো শান্ত, কখনো অশান্ত,
কখনো নীরব, কখনো তাণ্ডব।
আমি কখনো চতুর, কখনো বোকা,
আছে কিছু ধৈর্য, বেশির ভাগই অধৈর্য।
আমি শুনি ও শুনি না, বুঝি ও বুঝি না,
এই দুইয়ের যাঁতাকলে আমার জীবন।
ভাবি আমি, করি আমি দুইয়ের স্মৃতিচারণ।
এখনো খুঁজে পাইনি
ভোগ, ভোগী ও ত্যাগের নীতিগত দর্শন।
প্রকৃতির মায়াজালে এখনো আটকে আছি।
আমার মত ভোগ-ভোগীরা
আগামী দিনে কি পাবে
এই রহস্যের সমাধান, প্রকৃত দর্শন?

CamScanner

সময়

সময় বদলায়, পরিস্থিতি বদলায়,
বদলে যায় আরো কত।
গ্রীষ্ম থেকে বসন্ত, সময় বেঁধে ঋতু বদলায়,
সময়ের অপেক্ষা, চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা হবে স্থানান্তর।
সময়, ভালোবাসা বদলায়।
পৃথিবী ভরা প্রাণ, সমস্ত চরাচর সময়ের কাছে পদানত।
সময়, পবিত্র মনের বোধ ভাবনা বদলায়,
কথোপকথনের ভাষা বদলায়,
সময়ের ব্যবধানে রং বদলায়,
ভোরের সূর্যোদয়ের নীল আকাশ আর সূর্যাস্তের সাঁঝের আকাশ।
এমনই শত সহস্র রংয়ের বাহার ধুলায় বিলীন করেছে সময়।
এ সময়, তোমার সাথে নাই কোনো মান-অভিমান,
তুমি পরিবর্তনের চাবিকাঠি।
তোমার সাথে তাল মিলিয়ে,
আমার কবিতা হউক
ভবিষ্যতের সময়ের বিবরণ।

CamScanner

তোমায় যেতে দেব না

আমার হৃদয় জুড়ে, আমার চারিপাশ ঘিরে কত স্মৃতি মনোহর।
তোমার সেইসব মনোহর স্মৃতি হৃদয় ছুঁয়ে ফেলে,
নিত্য মন মন্দিরে খেলা করে।
তোমায় যেতে দেব না।
তোমার যত মনোহর, কালো বৈশাখের মন্দ পবনেও নড়ে না।
তোমার মনোহরা ভরা স্মৃতিকথা, বসন্ত দিনের বাতাসে দোল খায়।
কেমনে ভুলি তোমার উদার কণ্ঠের মধুময় স্মৃতিকথা।
শুধু আমি নই, বসন্তদিনের সূর্যের আলো
আর বসন্ত রাত্রের শতকোটি নক্ষত্র সাক্ষী,
তোমার লাবণ্যমাখা চোখ ও ললাট, রূপের বৈভব,
উদারতা ভরা নিত্য কথোপকথন;
এমনও স্মৃতি কেমনে ভুলি।
স্থির আমি, যেতে দেব না।
তোমার যত মনোহর, চির অক্ষয়, অক্ষত আমার মাঝে।

CamScanner

শাশ্বত বসন্ত

হে বসন্ত তুমি অনশ্বর, তুমি মৃত্যুহীন,
ঋতুচক্রে তোমাকে রাখি অধীশ্বর।
তোমার দিনের বায়ু করে প্রেমময়, ভাবময়।
প্রকৃতির নিয়মে, তুমি প্রেমদাতা।
তোমার দিনের কবিতায়, তোমার দিনের সাহিত্যে
কত না প্রেমের গীত কাব্য।
তোমার দিনে পূর্ব দিগন্তের সূর্য,
তোমার দিনের সূর্যাস্তের নেই কোনো তুলনা।
তুমি শাশ্বত বসন্ত।
তোমার দিনে প্রেমের অঙ্কুরিত বীজের ভ্রূণে শত প্রেমের জন্ম।
তোমার দিনে ভালোবাসার নেই কোনো মৃত্যু।
তাই তো ভুলে না তোমায় তাবৎ পৃথিবীর যত প্রেমময়-প্রেমময়ী।
তুমি প্রেমিক-প্রেমিকার অনশ্বর আয়ু।

CamScanner

শীতে গ্রীষ্মের ভাবনা

এখনো গ্রীষ্মের নেই কোনো লক্ষণ,
নেই কোনো চিহ্ন।
গোধূলি লগ্নে সূর্যাস্তের সোনালী রঙের মনোরম দৃশ্য নেই।
রাস্তাঘাট, নগরোদ্যান তুষারে ঢাকা।
দিন রাত ঠাণ্ডায় জমে আছে আপাদমস্তক।
তুষার আর ঠাণ্ডায় শিরোবস্ত্র পড়ে কাটে দিনরাত।
এমনি দিনেও মাঝেমধ্যে ভাগ্য ঈর্ষায় বাদ সাধে।
অস্বস্তি আর আনন্দ একসাথে কোলাকুলি করে
কেটে গেলো কয়েক যুগ।
লৌহ দরজা ভেঙে, কঠিনকে অতিক্রম করে চলার পথে,
মিথ্যা আবরণে ঢাকা শত প্রাণের হিড়িক।
সাধ্য নেই প্রকৃতির বৈরীকে পরিবর্তন করতে।
আছে শুধু, সাদরে বরণ করে
মিলে মিশে একাকার জগতে গড়ে তুলবো সত্য প্রাণের হিড়িক।
প্রাণ ভরে দেখবো তখন
গোধূলি লগ্নে সূর্যাস্তের সোনালী রঙের মনোরম দৃশ্য।

ভাবনার মিল

বিরহের বিদায়ে দ্বন্দ্ব দ্বিধা নেই,
মনে পড়ে শুধু বিরহের আগের আনন্দ মুহূর্ত।
ভুলে যেতে চাই, কিন্তু ভুলিতে না পারি।
কী যেনো কেমনে এমন স্মৃতি ভাবনায় জন্মায়।
ভাবনা তুমি দ্বন্দ্বের সাগর।
দুইয়ের হৃদয় মন্দিরে ফিরাও শুভ ভাবনা,
দুইয়ে মিলে দেখেছি কত শুভ্র বর্ণিল গোলাপ,
কত না মাধুরী মাখা আলাপ।
ফিরে এসো ভাবনা, দুইয়ের প্রেম একীভূত করি।
বিশ্বাস আমার, বিরহের, অভিমানের যত যাত্রা
পরিশেষে আনে আনন্দের সাড়া।

অন্তিম গন্তব্য

মন থেকে কাছে টেনো, দূরে ঠেলে দিও না।
ক্ষণিকের নগণ্য মিথ্যার আশ্রয়ে, পবিত্র মনের
ভাবনার নিরপেক্ষতা হারিয়ে দিও না।
সবই তো তোমার, সবই তো আমার।
উভয়ই জানি, ব্যর্থ ভাবনা যত সামান্যেই তুষ্ট বহুগুণ।
তাই, দূরে ঠেলে দিও না, মন থেকে কাছে টেনো।
ভাবনার শেষ নেই, ভাবনায় নিরপেক্ষ ভালোবাসা দিয়ে
দর্শন কর, দেখবে, জন্ম তোমার–আমার আজন্ম ভাগ্য।
নিষ্ঠুর ভাবনা যত, শুধু নগণ্য আকাঙ্ক্ষা পূরণের।
ভাবনায় অভিমান, দূরে ঠেলে দেয়।
ভাবনায় নিরপেক্ষ কাছে টানে, সব কিছুর সীমারেখা
ডিঙিয়ে পৌঁছে যায় মিলনের অন্তিম গন্তব্যে।
প্রকৃতি তাই বলে।

CamScanner

ব্যর্থ ভাবনা

হে প্রিয়তমা, হৃদয় মন্দিরে লিখে রেখেছি তোমার নাম।
তোমার দুর্লভ গুণ অমরত্ব আমার হৃদয় কাব্যে।
প্রতিদিন নবীন প্রত্যয় আর নব চেতনার ভাবনা জন্মায়
তোমার গৌরব, কীর্তিগাথা।
দুইয়ের মিলনের কীর্তিগাথা, গৌরব অমরত্ব হউক।
কখনো নির্বোধ ভাবনা কড়া নাড়ে,
আমার কীর্তিগাথা হৃদয় কাব্যে।
জানি, ভাবনা তুমি, দুষ্টের শিরোমণি লঙ্কার রাজা।
চুপি চুপি ফেলো তুমি বিষক্রিয়া।
মাটির পৃথিবী ধারণ করেছে, প্রিয়তমার কীর্তিগাথা
গৌরব আমার হৃদয় রাজ্যে।
নির্বোধ ভাবনার ব্যর্থ প্রচেষ্টা ভূলুণ্ঠিত হবে তোমার -
আমার যুগল বন্ধন কীর্তিগাথা গৌরবে।
সব কথার শেষ কথা, তবু ভালোবাসি ব্যর্থ ভাবনাকেও।

CamScanner

অন্ধ প্রেম

ক্ষণিকের আবেগ প্রেম অন্ধ টানে।
তার চেয়ে বেশি সে বধির ।
তাই তো আজ আকাশ ছোঁয়া কান্নাকাটি,
আবেগের যত অন্ধ প্রেম।
প্রণয়ে বক্র, মিলনকেন্দ্র অন্ধ।
দুঃখের প্রলাপ বিলাপে. কান্নার অশ্রুজলে বিধাতাও বাদ সাধে।
সময়ের ব্যবধানে আবেগের যত প্রেম জ্বলে পুড়ে হবে অঙ্গার।
আবেগ অন্ধ প্রেমে নেমে আসে যত ধূসর ছায়া,
কালক্রমে দুইয়ের কালস্রোতে নিষ্ঠুর অভিপ্রায়ে
সর্বস্বান্ত হয়ে গেলো, হয়ে যাবে জীবনাবসান।
আবেগে নয়, প্রেমের জন্ম হৃদয় মনের অতল গভীর থেকে,
বয়স্থ, বয়স্থা হলে হবে চিরতরে অমর।

CamScanner

বিবর্ণ ভাবনা

বিচিত্র প্রকৃতি, মেঘ ও কুয়াশায় ঢাকা আকাশ।
দুর্বল সূর্যের আলো, মনে হয় যেনো পৃথিবীর আকাশ পরিশ্রান্ত।
আবার নীচে যেনো অপ্রয়োজনে, প্রয়োজন কম্পমান আত্মার মিছিলের হিড়িক।
নিবেদিতপ্রাণ যারা অসহায়ত্বের শিকার।
ঘোলাটে পানির মতো বিবর্ণ সব বোধ-ভাবনা।
নিবেদিতপ্রাণের ভালোবাসাও আজ নীরব নিরপেক্ষ।
দূর হোক যত কম্পমান বিবর্ণ ঘোলাটে ভাবনা,
নিবেদিতপ্রাণের যাত্রার পথে না হয় যেনো বাধা।
কারণ, নিবেদিতপ্রাণ জন্ম তার, আজন্ম সেবা।

CamScanner

যুগল সুন্দর

হে সুপ্রিয়, হে সুপ্রিয়া ভালোবাসার বন্ধনে
পরস্পর একতার ভিত্তিতে সুন্দর পৃথিবী গড়ি।
মান-অভিমান ক্ষণিকের অনুভূতি।
দূর করি জরাজীর্ণ, গড়ে তুলি বিশ্বাসের সেতুবন্ধ।
যুদ্ধ, মারামারি, হানাহানি
সব ভয়ংকর দক্ষযজ্ঞ থেকেই মুক্ত হয়।
আমি আর তুমি না বলে, বলি দুজনে আমরা।
সবুজ পৃথিবী তোমার-আমার।
তুচ্ছ বিষয়ে না করি দোষারোপ,
না হয় হয়ে যাব দুজনই তুচ্ছ।
তাই, চলো প্রিয় আর প্রিয়া
রেখে যাই ভালোবাসার যুগল সুন্দর।

CamScanner

আজকের দেখা দৃশ্য

আজ মেঘাচ্ছন্ন আকাশ,
দূরবর্তী আকাশে কুয়াশা, চারিপাশ ঘিরে ধূসর ছায়া।
এমন হাজার দিন দিয়েছি পাড়ি, আদরে অনাদরে।
পাতা ঝরা গাছ কনকনে ঠান্ডা,
মনে হয় যেনো পৃথিবীতে নেই কোনো সবুজ ঠিকানা।
শীতের মৌসুমে পাশ্চাত্যের পাতা ঝরা গাছের যতো শূন্য প্রান্তর,
দূর আকাশের কুয়াশা, আর কুয়াশায় মোড়া উজ্জ্বল বাড়িঘর।
কখনো মনে হয় স্বপ্নের ভূমি, কখনো অন্ধকার কুরুক্ষেত্র।
ফিরে যখন আসি গ্রীষ্মকাল,
আবার প্রকৃতির আলোক উদ্ভাস যেনো আকাশ ছোঁয়া সৌন্দর্য।
প্রকৃতি ভরে ওঠে কৃষ্ণদেহের মত বৃক্ষ, লতায়-পাতায়।
এমন গোলার্ধযুগল, শ্রেষ্ঠ প্রকৃতি আছে কি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে,
শত কোটি সৌরজগতে!
খুঁজি আমি, ভাবি আমি আদরে অনাদরে।

CamScanner

শব্দ ও আওয়াজ

যতসব শব্দ, আওয়াজ, ইশারা-ইঙ্গিত
সবই তো আমাদের সৃষ্টি।
সত্য-মিথ্যা, ভুল-ভ্রান্তি, জীবনের যত আনন্দ-ব্যথা,
বিরহ-বেদনা, স্মৃতিচিহ্ন
আমাদের সৃষ্টি শব্দ এবং আওয়াজের মধ্যেই নিহিত।
আমাদের সৃষ্টি, আমাদেরকে বহন করে।
সুন্দরের বিনিময় করি শব্দে, আওয়াজে, ইশারা-ইঙ্গিতে।
ব্যবহারিক জীবনে বেঁচে আছি শব্দের, আওয়াজের,
ইশারা-ইঙ্গিতের ভাব ও রসে।
কালের প্রবাহে একদিন আমাদের সৃষ্ট
শব্দ, আওয়াজ, ইশারা-ইঙ্গিতের যতসব ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া
অনুভবের অনুভূতি নিষ্ক্রিয়তা হারাবে, চিত্তে আর
বোধশক্তির বোধগম্যতা শূন্য কোঠায় চলে যাবে।
শেষ নিঃশ্বাসের পর চলে যাব মর্মর সমাধিস্থলে,
বিশ্বাস আমার, আমাদের সৃষ্ট
শব্দ, আওয়াজ, ইশারা-ইঙ্গিতের যতসব সৌন্দর্য থাকবে চিরকাল অম্লান।

CamScanner

শরৎ এর সন্ধ্যা

শরতের সন্ধ্যা নেমেছে নম্র ভাবে।
হৃদয় জুড়ে ভাবিয়ে তোলে ভালোবাসার যতো অমৃতবাজার।
নির্মল আকাশের নীচে সারি সারি গ্রাম,
তারই মাঝে সবুজ ধানের ক্ষেত।
নদীর তীর ঘেঁষে তরু ঘন বাঁশ বাগানের ভীড়।
এই অপূর্ব সৌন্দর্যের মাঝে বৃদ্ধ লগ্নে ভাবি আমি
যৌবনের যতো লাবণ্য।
আরো ভাবি তারুণ্য যদি অক্ষয় হতো, প্রেম-ভালোবাসা
আর পৃথিবী যদি প্রবীণ না হয়ে নবীন থাকতো,
হয়তো ভালোবাসা আনন্দ অনন্ত অসীম হতো।
হাজারো মহৎ জনের মতিভ্রম হতেও পারে,
প্রকৃতির নেই কোনো মতিভ্রম।
প্রকৃতির ধারাক্রম মেনে নিয়ে, আজকের শরতের
সূর্যাস্তের নম্র সন্ধ্যার সৌন্দর্যের আনন্দ-অর্ঘ্য,
নিলাম আমি হৃদয় ভরে।

CamScanner

প্রমাণ করি মিথ্যে উপমা

প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি আওয়াজে নতুন করে প্রশ্নের জন্ম দেয়।
প্রতিটি প্রশ্ন, প্রতিটি উত্তরে নতুন করে হাজার ব্যাধির জন্ম।
আজীবন এমন অস্বস্তির পরিবেশে
লুকোচুরি খেলে কেটে যাচ্ছে দিন-রাত-বৎসর, এমনকি জীবন।
হারিয়ে যাচ্ছে বিবেকের বোধ শক্তি।
হারিয়ে যাচ্ছে পৌরুষ।
বিবেকের প্রণয়ে অন্যায়ের কাছে ধরাশায়ী।
হাজারো বোধশক্তি, হাজারো বুদ্ধিমত্তা বুদ্ধিমতি
শত শত সৌন্দর্য চেহারার বৈভব এমন দিনে নির্বিকার দাঁড়িয়ে।
সাক্ষী আমাদের চারিপাশে ঘিরে যতো মিথ্যে শব্দ, মিথ্যা আওয়াজ।
সবুজ পৃথিবী আজ পরিশ্রান্ত।
সহজ শব্দে, সহজ আওয়াজে দূর করি, প্রমাণ করি
মিথ্যে যতো উপমা।
হবে তবেই, পাবে তবেই পূর্ণতা।

দৃষ্টি ও স্মৃতি

দৃষ্টি তুমি স্মৃতির সাথে বন্ধন।
দুইয়ের মন্থনে যতসব মন মন্দিরের প্রকাশ।
কখনো আনন্দ, কখনো বেদনা।
কখনো ভালো, কখনো মন্দ।
সবই ভাবনার করতল।
দুর আকাশে ধ্রুবতারা, দৃষ্টির পাতায় এসে
মন মন্দিরে দোল খায়।
স্মৃতিতে এসে লুকোচুরি খেলে।
ভাবনায় কত রহস্যের জ্যোতির্ময় জ্বলে।
দৃষ্টি আমার, স্মৃতি আমার যতদিন নম্র ভাবনার অনুকূলে ততদিন আনন্দ।
এই দুইয়ের মিলন বন্ধনে,
মন মন্দিরর উদারতা, নিরপেক্ষতার অপারগতা, দুঃখ-বেদনার সূত্রপাত।
দৃষ্টি এবং স্মৃতির বন্ধনে নিহিত সত্যের প্রকাশনায়,
দৃষ্টি এবং স্মৃতির প্রকৃত বন্ধনের বহিঃপ্রকাশ।

CamScanner

নির্দয় থেকে সদয়

লৌহমানব যারাই লৌহকপাট দরজা খুলে শান্তির বাণী দিয়েছে।
যতসব কঠিন করেছে তারা সহজ।
সবই তো সদয় নির্দয় বোধ ভাবনার করতল।
দিন-মাস-বৎসর ক্ষয়ে ক্ষয়ে যায়, নির্দয় ভাবনার
সদয়ের প্রতি উদয়ের নেই কোনো ইঙ্গিত।
সদয় এবং নির্দয়ের ফারাকে করি দর্শন।
তোমার সন্দেহের প্রণয়ে পরা নির্দয় ভাবনা
ধুয়ে মুছে চলে যাবে, আসবে ফিরে সদয়ের কুলে।
দেখবে তখন সবুজ পৃথিবী উত্তাল হাসিতে ভরপুর।
সবুজ পৃথিবী হবে সব সদয়ের শান্তির নীড়।

CamScanner

জন্ম তার আজন্ম দুর্ভাগ্য

জন্ম তার আজন্ম দুর্ভাগ্য।
হৃদয় তার প্রণয়াবৃত্ত।
ভালোবাসা তাকে করেছে ঘৃণা।
শব্দের প্রয়োগের যত মাধুরী, প্রকৃতির যত মুক্ত মাধুরী
উভয়ের টান আছে তার হৃদয় মনে।
মৃত্যুও পারেনি করিতে ভেদ।
তবুও সে আজ আজন্ম বঞ্চিত।
মহাসাগরের সাইক্লোনের মন্দ পবনের ধাক্কার মত,
মাধুরী মিশ্রিত প্রেমের শব্দগুলো তাকে ঘৃণা করে।
প্রেম-ভালোবাসার শব্দগুলো তার চারিপাশে ঘিরে চলে যায়।
কোনো শব্দের ভাবরস তার হৃদয় মনে স্পর্শ করে না।
ঘৃণাই তার প্রাপ্য।
জন্ম তার আজন্ম দুর্ভাগ্য।

CamScanner

প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

অস্তিত্বের প্রশ্নে নীরব কেন?
সাথী হয়ে একাত্মতা চাই।
যদি একাত্মতায় বিমুখ পোষণ কর,
তাহলে অস্তিত্বের প্রশ্নে প্রতিভার লেখনী প্রকাশ কর।
যদি বোধ-ভাবনাতে লিখতেও মানা, তাহলে কিছু কথা বল।
যদি কথাও না বল, একটুখানি মানবিক উদ্দীপনা দাও।
উপরোক্ত সবই যদি বঞ্চিত কর,
চারিপাশ ঘেরা বিবেক বলে নিশ্চুপ থেকো।
অস্তিত্বের প্রশ্নে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি কর না।
ইতিহাসের মাপকাঠিতে অস্তিত্বের প্রশ্নে কোনো আপোষ নেই।
সভ্যতার দর্শনে, ইঙ্গিত তাই।

CamScanner

ফিরে এসো

তুমি সাথী হয়ে ছিলে, সাথী হয়ে থাকবে
এ আমার চির প্রত্যাশা।
আমার স্মৃতিচিহ্নে
তোমাকে নিয়ে কত আনন্দ-বেদনা, কত বিরহ।
হৃদয় জেতা কত হাসি-কান্না।
কেমনে ভুলি শান্ত মধুর সোনা রঙের দিন।
সাক্ষী আমার চারিপাশ ঘেরা সবুজ প্রকৃতি।
সাক্ষী আমার আলো-আঁধার।
সাক্ষী আমার স্মৃতি ভরাট হৃদয় মন।
তোমার অলৌকিক পরিবর্তন ও প্রত্যাখ্যান হৃদয় মনে
জ্বলে ওঠে আগ্নেয়গিরির ফুঁসে ওঠা লাভার মত।
শান্ত হয়ে ফিরে এসো,
অজান্তে অজ্ঞতায় তোমার যত নিষ্ঠুর অভিপ্রায়,
যত কালস্রোত ধুয়ে মুছে আপাদমস্তক
পূর্ণ পবিত্রতায় হও সাথী।
সত্যের যত উপাদান তোমার আমার মাঝেই।
দুইয়ের বোধ ভাবনার উপনিষদে পাব,
সেই শান্ত মধুর সোনা রঙের দিন।

CamScanner

হতে নেই বিরহবিচ্ছেদ

হতে নেই বিরহবিচ্ছেদ, তবুও চলছে বিরহবিচ্ছেদ।
এ দায়ভার তোমার আর আমার,
এড়িয়ে যাওয়ার নেই কোনো সুযোগ।
সত্যকে পাশ কেটে মিথ্যার আশ্রয়ে যেদিন,
সেদিনই বিরহবিচ্ছেদের জন্ম।
দুইয়ের বোধ ভাবনায় সত্যের সোনালী দৃশ্য,
আর মিথ্যার কাল দৃশ্যের নেই কোনো ছাপ।
শুধু পালাবদলের দোষারোপ।
অজান্তের ভুলে, নেই কোনো স্বীকারোক্তি।
সবুজ পৃথিবী সযত্নে ধারণ করেছে দুজনেরই।
শত-সহস্র বিরহবিচ্ছেদে পৃথিবী আজ পরিশ্রান্ত।
বিরহের কম্পমান আত্মার আর্তনাদে দিশেহারা।
বিচ্ছেদের আত্মার মিছিলে কুঞ্জবনের গোলাপও বিমুখ।
ফিরায় দৃষ্টি, পাতি কান সত্যের সোনালী দৃশ্যে,
আর বর্জন করি মিথ্যার যত কাল দৃশ্য।

CamScanner

এমনি কেমন

আমাকে দাও কিছু প্রেম-ভালোবাসা,
না হয় কর পুরোদমে ঘৃণা।
তোমার প্রণয়গীতি আজ নীরব নিস্তব্ধ নির্বিকার,
নিরপেক্ষতার আবছা ভঙ্গি।
এমনি হলে, কেমন হবে সমাধান।
দেখি আমি নীরবে, তোমার সত্য ঘৃণায় ও প্রেমের আবছা।
মুগ্ধ মনে ফিরিয়ে দেখো কত নির্বিচার, জ্বলে পুড়ে ছাই।
তোমার সত্য প্রেম, তোমার সত্য ঘৃণা দুইয়ের অপেক্ষায়।
উচ্চমার্গের ভাবনা ছুঁড়ে তোমার-আমার
দূরের ঘন্টার শেষ ধ্বনিতে ফিরাও হে দৃষ্টি।
প্রেমের দৃষ্টি না হয় ঘৃণার দৃষ্টি, উভয়ই করে ক্রিয়া।
অস্তিত্বের প্রশ্নে উভয়ই সমান।

CamScanner

মাত্রাতিরিক্ত

প্রতিটি মাত্রাতিরিক্ত এক একটা ঝুঁকি কখনো বিষ।
যখনই সীমা লঙ্ঘন, তখনই বিষক্রিয়ার শুরু,
নেই কোনো তার রসায়নাগার।
প্রতিটি নির্মম হৃদয় মন, তার রসায়নাগার।
সবই তো নির্মম মনের লাগামহীন প্রকাশ,
যার বিষক্রিয়ায় শান্তিপ্রিয় মানুষ অসহায়।
তোমাদের স্বৈরশৃঙ্খল থেকে মুক্ত কর,
মাত্রাতিরিক্ত অর্থহীন প্রলাপ থেকে চাই বিরতি।
তোমাদের মাত্রাতিরিক্ত বিদ্যা-জ্ঞানের বিষক্রিয়ায় জর্জরিত,
কাণ্ডজ্ঞানহীন প্রণয় সুরভি আজ আর নয়।
তোমার হৃদয় মনের পরিধি দিয়েছে তোমায় বিষের জন্ম।
তবুও মেনে নিলাম,
ভাগ্যের নির্মম পরিহাসের পর
সহস্র প্রাণের দিকে তাকিয়ে আর যেন না হয়,
ভাবনাহীন মাত্রাতিরিক্ত সংলাপ ও প্রলাপ।
আর কত? যথেষ্ট! যথেষ্ট!

আবছা ধূসর ছায়া

গোধূলি বেলা, গোধূলি লগ্নে, হৃদয় হৃদয়কে খোঁজে।
কত দিন, কত মাস, কত কাল পার হলো।
কত প্রকারের মিশ্রণ হৃদয় দেখেছি, করেছিও পার।
কত প্রান্ত থেকে কেন্দ্র, কত কেন্দ্র থেকে প্রান্ত।
শুধু শূন্য কারণ, দুইয়ের মধ্যেই শূন্য কারণ।
দুইয়ের মধ্যেই সত্য-মিথ্যা।
দুইয়ের মুখে শুনেছি শুধু ভালোবাসার কথা,
ভালোবাসা তুমি কোথায়?
হৃদয় মনে কি নেই কোনো প্রশ্ন?
রেখে গেলে শুধু আবছা ধূসর ছায়া।
আজ না হয় কাল গোধূলি বেলার গোধূলি লগ্নের
হৃদয় মনের আবছা ধূসর দূর হয়ে ভোরের সূর্যালোকে
দুইয়ের আবছা হৃদয়ের হবে মিলনমেলা।
সবই তো হৃদয় মনের খেলা।
সময়ের অপেক্ষা, আজ না হয় কাল।

CamScanner

নিশ্চুপ নির্বিকার

হতে পারে একমত, সহমত, ভিন্নমত।
এই তো বোধ-ভাবনার স্বাধীনতা।
বিষয়ভিত্তিক মতের প্রকাশ,
মনুষ্যত্ববোধ বিবেকবোধের প্রকাশ।
নিশ্চুপ নির্বিকার, সত্য ও সুন্দরের নেপথ্য নয়।
সত্য ও সুন্দরের নেপথ্য,
ইতিবাচক চিন্তার প্রকাশ ও বিকাশ।
হাজারো বছরের পুরাতন শব্দ মানবতাবাদ,
নতুন শব্দ জাতীয়তাবাদ,
দুইয়ের বেড়াজালে নিশ্চুপ নির্বিকার
যতসব গড্ডালিকা অন্যায়ের ভাগীদার।
অভাব-স্বভাব তাড়িত করে নেতিবাচক ও ধ্বংসাত্মক পথ।
মূল্যবান, বোধ-ভাবনার পবিত্রতা রক্ষা করা,
সত্য ও সুন্দরের নৈপুণ্যের দিকে দৃষ্টিতে নয়, দর্শনে।

CamScanner

তৃষ্ণা আমার

হৃদয় জানে হৃদয়ের তৃষ্ণা,
মন জানে মনের খবর।
ইন্দ্ররাজের যতসব অমৃত সুধা
তার চেয়েও বেশি তোমায় পানের ইচ্ছা।
তাই চেয়ে আছি তোমায় লক্ষ করে।
তোমার টানে বিকশিত যত সৌরভ বিলিয়ে দিব মুক্ত মনে।
সবুজ পৃথিবীর ঠিকানায়, আমার তৃষ্ণার্ত হৃদয় মানে না কোনো বাধা।
তৃষ্ণা আমার, শুধু তোমার পানে, পাব তো আমি?
ফিরাও দৃষ্টি আমার দিকে একবার বল আমায়।
চেয়ে আছি তোমার বলার অপেক্ষায়
অনড় আমি তোমার বরাবরে।

CamScanner

ইতিহাস মানে না

তোমার জরাজীর্ণ শব্দের আবেদন মানে না ইতিহাস।
আবেগের কাল্পনিক রেখা টেনে সত্যকে গোপন, বোকা আর বাচাল সমান।
তুমি ভুলে গেলে অতীত ইতিহাস।
নিরাশ্রয়ে পেয়েছিলে আশ্রয়, অন্ধকারে আলো।
ক্ষণিক লোভের তাড়নায় বোকা, হবে না ইতিহাস বিকৃতি।
ইতিহাস তথ্যভিত্তিক প্রমাণ সাপেক্ষ দর্শনীয় সর্বস্তরের মানদণ্ড।
অহেতুক দ্বিচারিতা, দ্বিমুখী, অন্ধ বৃথা শ্রম।
ছাড় তোমার অন্ধ প্রণয় খেলা।
সত্যের খোঁজে সংলাপ করি ইতিহাসের আলোকে,
দেখবে তখন পৃথিবী তোমার-আমার।

CamScanner

বোকা তুমি

বোকা তুমি খোঁজ শুধু পরিধি।
তোমার সীমারেখার নেই কোনো ধারণা।
তোমার অনুচ্চ কণ্ঠে নেই কোনো যুক্তি, নেই কোনো আইন,
নেই কোনো মানবিকতা।
নেই কোনো ঐতিহাসিক গ্রহণযোগ্য প্রমাণ।
বোকা মন জানে না পরিধির আঙ্কিক মাপকাঠি।
তোমার ব্যর্থ প্রচেষ্টা, আজিকার দিনের কাল, ভবিষ্যত ধ্বংস।
তোমার নির্মম বোকামি হবে তোমার ভাগ্যের পরিহাস।
এখনো সময়,
বোকা মন পরিধির দাবির মাপকাঠি আঙ্কিক সূত্র জেনে নাও।
তবেই হবে, তোমার সব কিছুর পরিত্রাণ।

বন্ধন

তোমার-আমার বন্ধন, সত্যের বন্ধন।
এ বন্ধন ভাব ও রসের মিলিত বন্ধন।
করবে না শিথিল, হবে না শিথিল, এ বন্ধনে আমি।
অনেক কঠিনকে অতিক্রম করে রচিত এ বন্ধন।
নিবে না হেলায়, দিবে না বৃথায়
এ বন্ধনে রচিত কত আনন্দ-বেদনার মানচিত্র।
সত্যের মৃত্যু নেই, মৃত্যু শুধু সত্য সন্ধানীদের।
পাহাড় সমান কঠিনকে অতিক্রম করে রচিত বন্ধন,
এ বন্ধনে নিহিত সত্যের যত সাধন,
কঠিনকে অতিক্রম করার বাঁধন।
এ বন্ধনের মৃত্যু নেই।

CamScanner

শৈশব স্মৃতি

সে অনেক দিন, অনেক বৎসর, অনেক যুগ,
আমি দূর দেশে গ্রাম ছাড়া।
শৈশব স্মৃতি কড়া নাড়ে আমার হৃদয় মনে।
শৈশবের প্রতিটি মুহূর্ত,
প্রতিটি শব্দ লাগে আমায় স্বচ্ছ ঝর্ণার কলধ্বনির মত।
শৈশব স্মৃতি, পুরনো অনুভূতি কালভেদে ক্রমধারায় বিবর্তিত,
টের মেলে ভাবনায় মগ্নে।
কত কঠিন, কত সহজ, কত প্রকার-প্রকরণ করেছি পার।
কৌতূহলে নিয়েছি আমি বরণ করে কঠিনেরে সত্য ভেবে।
তবুও নেই কোনো ভাঙন আমার অভিসারের স্বপ্নে।
স্মৃতি কথা বলে।
আমার শৈশব স্মৃতি,
আর আজিকার স্মৃতিতে লাগে আমায় স্বচ্ছ ঝর্ণার কলধ্বনির মত।
দুই স্মৃতির মিলনের মনোহর দেখে যাব
আমার বোধ-ভাবনার শেষ স্মৃতিচারণ পর্যন্ত।

CamScanner

নববর্ষ

নবীন প্রত্যয়ে আর নতুন ভাবনায়
আনন্দ ভরে নিয়েছি তোমায় বরণ করে।
এই রাঙা আকাশে
চন্দ্র-সূর্য, শত সহস্র নক্ষত্র সাক্ষী আমার বর্ষবরণ।
শান্তি আমি আমার এই গোলাপ গ্রহে, আমার অলভ্য জীবন।
হে নববর্ষ,
প্রেম-ভালোবাসার বন্ধন যেন অটুট থাকে এই আমার কাম্য।
শান্তির দীক্ষায় ফিরে পায় যেন বার বার নববর্ষ।
পরম সত্যে অমরত্ব হোক সবার কাছে নববর্ষ।

দৃষ্টিতে নয় স্মৃতিতে প্রেম

স্মৃতি আছে যার প্রেম আছে তার।
দৃষ্টিতে নয় প্রেম, স্মৃতিতে হয় প্রেম।
প্রথম দৃষ্টিতে প্রেমের জ্যোতির্ময় জ্বলে,
স্মৃতিতে তা জাগায়।
কখনো নীরবে কখনো সরবে।
দুইয়ের স্মৃতিতে ঘিরে গড়ে ওঠে কত দীপ্তিমান রেখার কুন্ডলী।
তার পর গড়ায় ভালোবাসা, ঘর-সংসার।
চলে কত ভাবের বিনিময়, কত প্রণয়গীতি।
এসবই তো স্মৃতির খেলা, দৃষ্টির নয়।
স্মৃতি যখন পুরাতনে মতিভ্রম হয়,
তখনই প্রথম স্মৃতির প্রেমের প্রলাপ শুরু।
স্মৃতি তুমি ভাঙাগড়ার হাতিয়ার, তুমি আনন্দ, তুমি বেদনা।
স্মৃতি বিস্মৃতিকে নিয়েই তো জীবনযাপন।

CamScanner

সময় ও ভাবনা

সময় তুমি চলন্ত অদৃশ্য আমৃত্যু প্রাণ।
কিন্তু কর তুমি হত-আহত কখনো ব্যাহত।
তোমার কাছে সজীব-নির্জীব সবই সময়ের ব্যবধানে হয় পদানত,
সময় তুমি কালের ধারায় শব্দের অর্থ পরিবর্তন কর।
কুঞ্জকানন শুকিয়ে যায়, প্রেম-ভালোবাসা নবীন থেকে হয় প্রবীণ।
সময় তুমি ভুলভ্রান্তি, এমনকি মিথ্যেকেও কর জরা।
ভাবনার কল্পিত বসন্তকেও তুমি কর
গ্রীষ্ম, কখনো বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত ও শীত।
সমস্ত চরাচর তোমার কাছে পদানত।
পরিশেষে বলি নেই তোমার কোনো দোষ,
কাল ভেদে মানুষের বোধ-ভাবনার প্রকাশ মাত্র।
সময়, তুমি আমার দিবা-রাত্রির সাথী।

CamScanner

বোধ শক্তি ও সময়

হৃদয় মনে যখনই বোধ শক্তি জন্মায়,
তখনই প্রেম-ভালোবাসা, প্রিয়-অপ্রিয়তার জন্ম দেয়।
কখনো নীরবে, কখনো সরবে।
সবই তো সময়ের যোগান।
সময়. প্রতিটি শব্দ তার অর্থ ভাবনা রসকে তাড়া করে।
আদিম মানুষের শব্দের পদাবলি,
আর আজকের দিনের পদাবলিতে সময় এনেছে ব্যবধান।
কত বিচিত্র মোড়।
কত প্রকার, কত প্রকরণ।
কত সরল, কত কঠিন।
কত অমৃত, কত বিষ।
একই বোধ, সময়ের বিবর্তনে বিবর্তিত।
সময় কথা বলে।

CamScanner

তুমিই সত্যি

তোমার চাহনীতে,
তোমার সমস্ত প্রকাশভঙ্গিতে নিস্পাপ সরলতার সাক্ষ্য বহন করে।
তোমার সমস্ত অবয়ব জুড়ে খেলা করে প্রেম।
সাক্ষী আমার চারিপাশ ঘেরা সৃষ্টির শূন্য আকাশ।
দেখেছি আমি কতো কুঞ্জকাননের লাল বর্ণিল গোলাপ, সৃষ্টির আরও কত প্রাণ।
তোমার বেলায় ব্যতিক্রম।
তোমার নিঃশ্বাসে টের পাই নিস্পাপ সরলতার সুঘ্রাণের ছাপ।
প্রমাণ করেছ তুমি পৃথিবীর যতো মিথ্যে প্রকাশ ভঙ্গি উপমা।
আজও দেখিনি কোনো ইন্দ্রিয় দেবীকে, শুধু বিশ্বাসে অনুভব।
বাস্তব জগতের যতো সব শব্দের ভাবরস তোমার মাঝেই বিরাজমান।
তুমিই সত্যি।

CamScanner

তৃপ্ত দুজনে

দূর আকাশে দেখি ঘন মেঘের আনাগোনা।
তারই চারিপাশ ঘিরে তুষারমালা।
স্থান-কালের ভেদ,
আমার শহর ও রাজ্যে
আজকের বসন্ত দিনেও হিম নামে, নামে বরফ তুষার।
নিত্য আবহাওয়া ঠাণ্ডার পরিমাপ বিয়োগ চিহ্ন,
আট, দশ বা বিশ।
এমনি মাসে, নির্মল আকাশ জুড়ে নক্ষত্র আলোয় ভরা
রাত্রির দৃষ্টিনন্দন শোভার নেই কোনো চিহ্ন।
আটলান্টিকের এপারের কাল ভেদের দৃশ্য,
কবিগুরুর দর্শন হলে কবিতায় অপূর্বের সাথে আরও অপূর্ব যোগ হতো।
তাই এমনি বসন্তে খানিক নিরাশ,
তবুও হৃদয় মনের বসন্ত আজ সজীব,
দেখি তারে অলক সম্ভারে কুহেলীরেশমি খোঁপা।
পায় নিঃশ্বাসে আতরের সুগন্ধ, কণ্ঠে মধুময় গান ও আবৃত্তি।
তৃপ্ত দুজনে আজিকার বৈরী বসন্তেও ।

কোথায় প্রেম-ভালোবাসা

ইতিহাস, পৌরাণিক কাহিনি,
ধর্মনীতি-রাজনীতিতে আদি থেকে অন্ত অবধি শুধু যুদ্ধ মারামারি-হত্যা।
কত শত কোটি প্রাণ বলিদান, নেই তার ইয়ত্তা।
কোথায় তোমার প্রেম-ভালোবাসা,
তুমি, পবিত্র 'ভালোবাসা' শব্দের বলাৎকার।
তোমার হৃদয় বোধে নেই কোনো ভালোবাসার পদচিহ্ন।
মুখে রাম, কর তুমি মানুষ হত্যার রাজনীতি ধর্মনীতি।
'ভালোবাসা' শব্দের সম্মানে
সব নীতি ছেড়ে কর মানবের জন্য মানবনীতি।
ধর্মনীতি-রাজনীতিতে পৃথিবীর যতসব ধ্বংস,
মানব নীতি চাই তার জবাব?
এক ভুলকে চাপা দিতে কর তুমি হাজার ভুল।
যথেষ্ট হয়েছে যথেষ্ট, থাম তুমি।
আজকের দিনে ঘৃণা করি এই নীতি।

CamScanner

তোমার ছোঁয়া

দৃষ্টিতে নয়, নীরব দর্শনে দেখেছি তোমায়।
সেই দেখাতে করেছি পান তোমায়।
হৃদয়মনে জন্ম নেওয়া দেখার তৃষ্ণা কেমনে ভুলি।
কুঞ্জবনে গোলাপের সুগন্ধ যেমন,
তেমনি তোমার অবয়ব জুড়ে অহিংসা মানবিকতার প্রকাশ
আমাকে করছে তোমার দিকে টান।
ইচ্ছে আমার তোমার সঙ্গ পেতে,
আলতো শ্বাসে তোমার অহিংসা মানবিকতা
পাঠিয়ে দিবে আমার ইচ্ছের বরাবরে।
তোমার অলক সম্ভারের ছোঁয়ায় তৃপ্তি পাবে আমার
এক মানব হৃদয়।

CamScanner

তোমার নাম আমার স্মৃতিতে

একদিন ভোরের সূর্যোদয়ের সময়
স্মৃতির পাতায় লিপিবদ্ধ করেছি তোমার নাম।
পরক্ষণেই ঝড়ে কিছুটা নড়বড়ে,
কিন্তু আমি অটল,
স্মৃতির পাতায় তোমার নাম অটুট রাখতে।
অভিজ্ঞতা নেই, তবুও জানি
আমিসহ সমস্ত জীব চরাচর শেষ নিঃশ্বাসের কাছে পদানত।

তবুও লৌকিক-অলৌকিক ভাবে তোমার নাম
আমার স্মৃতির পাতায় জীবিত থাকবে।

CamScanner

প্রয়াস

মনের বোধ-ভাবনার প্রকাশ ইশারা-ইঙ্গিতে হয়,
অঙ্গভঙ্গিতে, প্রলাপে লেখনীতে এমনকি চাহনীতে।
মানুষের এই প্রয়াস আদি থেকেই আজ অবধি, সমানে ভবিষ্যৎ।
তফাৎ শুধু প্রয়াসের মধ্যে প্রিয়তা-অপ্রিয়তা।
অনেক ভাবনার প্রয়াস ইতিহাস,
উত্তরাধিকারের নতুন প্রয়াসে উৎসাহের জন্ম দিবে।
আর অনেক ভাবনার প্রয়াস বিমর্ষ, গড্ডালিকা প্রবাহের মত।
নেই কোনো দোষারোপ আছে সবার প্রয়াসী অধিকার।
তফাৎ শুধু বোধ-ভাবনার প্রয়াসের প্রতিভা।
চেষ্টায় নেই কোনো অপরাধ।
প্রয়াসের তফাৎ শুধু প্রিয়তা-অপ্রিয়তা।

CamScanner

বিশ্বাস-অবিশ্বাস

হে বিশ্বাস, হে অবিশ্বাস তোমরা কোথায়?
তোমরা দুজনই আমার আবিষ্কার।
আমার যখনই বোধের নাগালের বাহিরে,
ভাবনা শক্তির অপারগতায় ভুগি, তখনই আমায় জন্ম দেয় 'বিশ্বাস'।
সমানে, অবিশ্বাসের বেলায় নেই কোনো ব্যতিক্রম।
বিশ্বাস-অবিশ্বাসের শেষ নেই, গাণিতিক মাপকাঠি নেই।
শত কোটি মানুষের হৃদয় বোধের আবিষ্কার আদি থেকে অবধি।
এই দুই শব্দের চারিপাশ ঘিরেই বিজ্ঞান সাহিত্যের জন্ম।
মন বলে দুর্বলতা, বোধ শক্তি করে মানা।
তাই আমার দুইয়ের প্রতি সমান ক্রিয়া।
কারণ, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের জন্ম আমার হৃদয়-মনেরই।

CamScanner

সত্য-মিথ্যা

সত্য তুমি মিথ্যা তুমি উভয়ই ইতিহাস জুড়ে।
মিথ্যা তোমায় প্রমাণ করি সত্যের সাহায্যে।
জীবন চলার সাথী তোমরা, থাকবে চিরকাল।
সত্য তুমি আজ জীবিত বলে মিথ্যাও জীবিত।
সত্য তুমি কঠিন, না হলে হতে একাকার।
জীবনের যবনিকাপাত 'মৃত্যু' নামক শব্দে।
সত্য-মিথ্যার মৃত্যু নেই, রবে চিরকাল ইতিহাসের পাতায়।
উভয়ই ক্ষণিক, তবুও সাথী, অনন্ত অসীমের সন্ধানে।
হাজার বছর পাড়ি দিল, সত্য-মিথ্যা সাথী হয়ে।
ভবিষ্যতের শেষ নেই,
তবুও থাকবে সাথে ভবিষ্যতের জীবন চলার সাথী হয়ে।

CamScanner

তুমি সর্বমানুষের

তোমাকে কে করে প্রতিরোধ,
তোমার বোধ প্রতিভা
আলোর দিশারী।
তুমি ভালোবাসা ও শান্তির প্রতীক।
তোমার গৌরবগাথা কত বলিদানের কবিতা ও গান
অবিশ্বাস্য ও স্মরণীয়।
তোমার প্রতিভার জ্যোতি, অন্ধও পায় আলোর দিশা।
তুমি দিনের দিবাকর রাত্রির জ্যোৎস্না।
তোমার সৃষ্টিতে নিহিত কত সত্যের ইঙ্গিত।
তুমি আমার, তুমি সর্বমানবের অবিস্মরণীয় এক পথিক।
তুমি পদে পদে সবার মাঝেই বিরাজমান।

CamScanner

শীতের মৌসুম

শীতের মৌসুম, আবহাওয়ায় নিত্য পরিবর্তন।
তুষারে আবৃত হিমায়িত শহর,
কখনো তুষার মিশ্রিত বৃষ্টি, রাস্তাঘাট পিচ্ছিল।
জীবন ভাটিতে এ মৌসুমে নেই কোনো স্নেহ-মনোরম,
সমস্ত অবয়ব জুড়ে নিষ্ক্রিয়তার আভাস।
এই তো প্রকৃতি, এই তো জীবন।
পৃথিবীর যত সত্য-মিথ্যা
এই দুইয়ের চারিপাশ ঘিরে।
প্রকৃতির আদর্শের সাথে
নেই কোনো জিজ্ঞাসা নেই কোনো মীমাংসা।
আমিও আমার আদর্শে অটল,
মৌসুম ভেদে প্রকৃতির যতসব আদর্শকে
মনে-প্রাণে পোষণ করি, বিনোদন করি।

CamScanner

আমার দেখা গ্রাম

মনে পড়ে আমার শান্ত-শ্যামল গ্রামের দৃশ্য।
মৌসুম ভেদে সোনালী সৌন্দর্যের দিনগুলো।
সবুজে ঘেরা গ্রাম, দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ।
চারিদিকে সবুজের বিস্তার,
যতদুর দৃষ্টি যায় কেবলই সবুজের লীলাভূমি।
শিরা-উপশিরার মত ছোট ছোট গ্রাম।
বাস করে সব সহজ সরল প্রাণ।
সূর্যাস্তের পর মসজিদ থেকে আজানের ধ্বনি
আবার ভোরে বা সন্ধ্যায় মন্দির থেকে শঙ্খধ্বনি।
এ যেন এক স্বচ্ছ সলিলে ভরা মধুর সন্ধ্যা।
শোনা যেত দূর গ্রামের পরিচিত সুরের ভাটিয়ালি গান।
চির-পরিচিত সুরে হাসন রাজা, লোক সংগীতের গান।
এমন স্বচ্ছ মধুর স্মৃতি পাব না কোথাও আমি।
জীবন ভরে জড়িয়ে রাখি আমার দেখা গ্রামের স্মৃতিগুলি।

আজও নতুন

আমি আজ পুরাতন, ছিলাম একদিন নতুন।
যতসব নতুন, সেও একদিন হবে পুরাতন।
নাই কোনো দোষ সময় করেছে আমাকে পুরাতন।
এতো এক চক্রাকারে ঘূর্ণন,
সময় করে শব্দের অর্থের পরিবর্তন।
প্রকৃতির অনেক সৃষ্টিও আজ নতুন থেকে পুরাতন।
তাই আমি নতুন আর পুরাতনের বেড়াজাল দূর করে,
বোধ-ভাবনায়, সত্য-সুন্দর আর প্রেম-ভালোবাসাকে সজীব রাখি।
আমার যতসব ভাবনার প্রকাশে,
নাই কোনো নতুন বা নাই কোনও পুরাতন।
আছে শুধু সত্য-সুন্দর, আর প্রেম-ভালোবাসা,
হবে না কখনও নতুন, অথবা হবে না কখনও পুরাতন।
নতুন আর পুরাতনের বেড়াজাল ভেদ করে
থাকবে আমার ভালোবাসা, তোমার-আমার মাঝে চির অমর হয়ে।

CamScanner

থাকব সাথী রাখবে আমায়

শীতের আভাস, আকাশে মেঘ রাশি রাশি।
শরত-হেমন্তের শীতল হাওয়ায় পাতাঝরা সোনালী রং।
ভাবনায় যেন এক উদাসীনতা, আসিতেছে শীতের প্রকোপ।
পাতাঝরা সোনালী রং ঢেকে যাবে তুষারে।
তখনই আরেক তুষারে আবৃত হবে সৌন্দর্যের মহিমা।
প্রকৃতির এত শোভা, এত সৌন্দর্যের মহিমা, মৌসুমে বদলায়।
প্রকৃতি তুমিই আমার মহিমার গঠন।
তুমি আমাকে নিয়ে খেলা কর, আমি শুধু তোমার খেলার সাথী।
তোমার রঙে, রং বদলিয়ে উদাসীন আমি।
থাকব আমি সাথী হয়ে,
রাখবে আমায় তোমার যত সৌন্দর্য মহিমায়।

CamScanner

নির্দয় মন হবে সদয়

অনুভব-অনুভুতি করে কত খেলা।
এই আসে এই যায় নাই তার ইয়ত্তা।
কোমল হৃদয় হলে করে ভালোবাসা,
পাষাণ হলে করে উগ্রতা।
নড়বড়ে তুমি।
মন তুমি চপল চঞ্চলা,
কোমল হলে বল বিধি ডান, পাষাণ হলে বল বিধি বাম।
হে মন তুমি কর শান্তির সংলাপ
একাধারে যুদ্ধের সংলাপ।
নাই তোমাকে তোমার নিয়ন্ত্রণ।
হে মন এই বল এক, সেকেন্ড পার হতে বল আরেক।
তোমার গতির নাই কোনো গাণিতিক মাপযন্ত্র।
তুমি কখনো শান্ত, কখনো অশান্ত।
আমি বলি এই মুহূর্তে তুমি নির্দয়।
আশা আমার, বিশ্বাস আমার, ভবিষ্যতে হবে তুমি সদয়।

মানবিক শিক্ষা

জন্মের প্রথম সত্ত্বায় সে মানুষ, অবুঝ হৃদয়, কোমল মস্তিষ্ক।
যেমন পালন তেমনি পোষণ।
তার শিক্ষা হবে মানবিক।
রক্তের শিরা-উপশিরায়,
চিন্তা-চেতনায় মনে ও মননে মগজ ধোলাই শিক্ষা, আমিই শ্রেষ্ঠ।
না, শিক্ষা হবে মানবিক আমি তুমি উভয়েই শ্রেষ্ঠ।
শিক্ষা হবে পৃথিবী জুড়ে অপরাপর সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বের ওপর।
শিক্ষা হবে প্রকৃতির সব অস্তিত্বের সমঅধিকারের ওপর।
অবুঝ হৃদয় কোমল মস্তিষ্ক শিশুদের চিন্তা-চেতনায়
বিকৃতমস্তিষ্ক মগজ-ধোলাই,
আমিই শ্রেষ্ঠ, শিক্ষা থেকে বিরতি দেই।
হানাহানি, মারা-মারি, বোমাবাজি থেকে
পৃথিবী হয়তো কিছুটা নিষ্কৃতি পাবে।
কোমল নিষ্পাপ শিশুদের
আমিই শুধু শ্রেষ্ঠ এবং উভয়েই শ্রেষ্ঠ
এই ফারাকের ভাবরসে পোষণ করি।
নতুবা এই জটলার ঝুঁকি অদুরে আরও ভয়াবহ।

দুজনের পূর্ণতা

তুমি দেখবে আমাকে,
আমি দেখব তোমাকে,
দুজনের পূর্ণতা সেথায়।
এ বন্ধন চিরন্তন।
হতে দিব না খন্ডন, রাখব দুজনে অখণ্ড।
হতে দিব না ভঙ্গ, রাখব দুজনে অভঙ্গ।
তুমি গান গাইবে, কবিতা আবৃত্তি করবে, কিছু লিখবে, বক্তৃতা দিবে।
আমি শুনব, করতালি দিব।
সবই তো আমার জন্য।
আমার করতালিতে তুমি পরিতৃপ্তি পাবে।
আমার বেলায়ও তেমনি।
আমার যত সব ভাবনার প্রকাশ, তার পূর্ণতা তোমার দৃষ্টি-দর্শনে।
প্রকৃতির সৃষ্টিতে নাই আর কেহ, শুধু তুমি আর আমি।
দুজনের পূর্ণতা আমরা দুজনই।
দুজনের পরিপূর্ণতায় যেন মৃত্যুর পরেও মলিন ধুলা না পড়ে।
তাই রাখি বন্ধন অখণ্ড অভঙ্গ।

CamScanner

দৃষ্টির আড়াল

কোনো একদিন,
স্রষ্টার সৃষ্টি প্রকৃতির দৃষ্টিনন্দন যত সৌন্দর্য সব দৃষ্টির বাইরে চলে যাবে।
কত সত্য-মিথ্যা, ভুল-শুদ্ধ, ন্যায়-অন্যায়
যত সব সৃষ্টি মানুষের পাব না শুনতে,
পাব না দেখতে অনুভব-অনুভূতি সবই চলে যাবে।
দৃষ্টির আড়াল হলে মনেরও আড়াল।
মনের আড়াল হলে সমস্ত সৃষ্টি আড়াল।
এমন বেলায় পৃথিবীর যতসব শ্রেষ্ঠ ভাবনা-চিন্তাও বিমুখ তখন।
নেই কোনো আফসোস, নেই কোনো প্রলাপ।
ক্ষণিকের খেলা সব মানবের বেলা।
নেই কোনো খন্ডন,
তাই বলে আমি বলি না বিধি বাম।
বলি আমি বিধির বিধান।

CamScanner

অপ্রাসঙ্গিক ভাবনা

জানি আমি,
আমার যতসব প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা,
অর্ধেকই অপ্রাসঙ্গিক।
দোষ তার অল্প বিদ্যায়, অপরিপক্কতায়।
কাঁচা হলে টক, পাকা হলে মিষ্টি।
কথা বলায়,
প্রশ্নে, এমন কি উত্তরে,
কাঁচা-পাকার সংমিশ্রণে যতসব অপরিপক্কতার প্রকাশ।
প্রশ্ন আমার জেনে-শুনে কেমনে এমন।
এ তো একটি বিষাক্ত রোগ, করতে হবে দূর।
প্রাসঙ্গিক-অপ্রাসঙ্গিকতার সীমারেখা,
তার সাথে অল্প বিদ্যার ভয়ংকরী বিষক্রিয়ায় বিরক্ত জনমানুষ।
আজ হতে বোধ ভাবনায় দূর হোক যতসব অপ্রাসঙ্গিক ভাবনা।
মায়া-মমতা, প্রেম-ভালোবাসায় ভরে উঠুক
যত বোধ-ভাবনার প্রকাশ।

CamScanner

পুরোনো দিনের চাহনি

তুমি এখন দূরে কোনো এক গ্রামগঞ্জে অজানা পরিবেশে।
মনে পড়ে শুধু, তোমার পুরোনো দিনের চাহনি।
তোমার চাহনি আজও কথা বলে আমার হৃদয় মাঝে।
ব্যথিত আমি, আমার বেলায় ছিল না কোনো ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া।
কোথায় যেন একটা অস্পষ্টতার বেড়াজালে
আমার প্রতিক্রিয়া আটকে ছিল।
দর্শনে প্রখর, স্পষ্টতা খুঁজি।
উদার মনের দৃষ্টি-দর্শনে
হয় না কখনও বিধি বাম।
বোধে জন্মায় ভাবনা,
তাই পুরোনো দিনের স্মৃতি করে ক্ষণিকের মন্থন।
তবুও স্থির,
স্পষ্ট দৃশ্যতে ভালোবাসা সত্য নিহিত।
তবুও মাঝে মাঝে সেই পুরোনো দিনের চাহনি আমাকে কথা বলে।

অন্তর্বস্তুর জন্য

মুখে হাসি, বুকে তেজ, পায়ে গতি,
করি পায়চারি নীরবে নিভৃতে কোনো এক জনবিরল প্রান্তরে।
দৃষ্টি এড়ায় বস্তুগত লোভ লালসা থেকে,
বোধের তাড়না আমার অন্তর্বস্তুর সত্য-সুন্দর।
তারই মধ্যে দেখি,
মাথার আকাশে একঝাঁক প্রজাপতি
চঞ্চল ডানা মেলে ঘুরে বেড়ায় কোনো এক সন্ধ্যার মায়ায়।
আরো দেখি সান্ধ্য আকাশের শোভা।
অনেক তারার মাঝে এক ধ্রুবতারা, তারই মাঝে চন্দ্রিমা।
ধ্রুবতারা দিয়েছে সান্ধ্য ছায়ার শোভা, দিনের নাহি।
দিনের শোভা দিনমনি, দৃষ্টি দেবো কাল আমি।
তবুও, মুখে হাসি, বুকে তেজ নিয়ে
হেঁটে চলি জনবিরল প্রান্তরে অন্তর্বস্তুর সত্য-সুন্দরের তাড়নায়।
পাবো কি-না জানি না, শুধু মহাকাল জানে।

CamScanner

ভাবনার নির্মোহ পরিক্রমা

ভাবনার শেষ নেই, ভাবনা অফুরন্ত।
স্থান-কাল-পাত্র ভেদে বদলায় মাত্র।
ভাবনায় বলে স্পষ্টভাষী, মন বলে মিষ্টভাষী।
দুইয়ের সংমিশ্রণে সত্যতা হারায়, বোধ শক্তিকে করে অপরাধী।
কালের বির্বতনে,
সময়ের স্তর ভেদে ভাবনা ও পৌরাণিক কাহিনি থেকে
আধুনিক ইতিহাসের বৈকুণ্ঠ পাড়ি জমানোর অভিলাষের মত।
যতই বলি আর লিখি ভাবের ঘরে করিতে পারি না চুরি।
সত্যকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার নেই কোনো সুযোগ।
ভাবনা তুমি সময়ের সাথে অন্তরঙ্গ,
মাঝে-মধ্যে বোধ শক্তিকে কর নির্মোহ পরিক্রমা।
ভাবনা বলে স্পষ্টভাষী, মন বলে মিষ্টভাষী।
দুইয়ের যাঁতাকলে বোধের সাথে করি নিত্য আলাপচারিতা,
হব স্পষ্টভাষী না মিষ্টভাষী নাকি উভয়ভাষী।

জেরি পার্কে দেখা দৃশ্য

আজ মে মাসের ২২ তারিখের সকাল,
ভোরের শেষ প্রান্ত, সকালের হাস্যোজ্জ্বল সূর্য কিরণ।
তারই মাঝে মৃদুময় বাতাস,
অদ্ভুত সুন্দর এক অবিশ্বাস্য মনোরম পরিবেশ।
পার্কের চারিপাশ ঘিরে জড়ো হয়েছে নারী-পুরুষ।
বিভিন্ন রংয়ের, ভিন্ন ভাবনার,
আমার অনুমান, বেশিরভাগই প্রাচ্যের।
পরিচিতদের মধ্যে করমর্দন, কেহ করে আলিঙ্গন,
যেন দীর্ঘ নির্বাসনের পর একে অপরকে আবিষ্কার করছে।
আবার কেহ দৃষ্টিপাত বা কর্ণপাত না করে পায়চারীতে মগ্ন।
কেহ-বা কফির কাপে চুমুক দিয়ে ধীর গতিতে পায়চারীরত।
আবার কেউ কেউ সিগারেটের ধুম্রজালে হাস্যরসে ঘাসের উপর ঢলে পড়ছে।
তুলনায় দেখি নারীরা খানিকটা সংযত ও শান্ত।
এই তো ভিন্ন রং ভিন্ন ভাবনার বহিঃপ্রকাশ।

CamScanner

আমি, আমি-তুমি, তুমি আজকাল

এ প্রজন্ম প্রযুক্তি চালিত,
ডাকে ওদের 'মিলেনিয়াল';
পাশের বেদনা করে না স্পর্শ।
পৃথিবীর অনেক দেশে জলে থই থই, অনেক দেশে যুদ্ধ,
বেদনা ভারাক্রান্ততায় ভরপুর ধরিত্রী।
এরা প্রচন্ড একাকিত্বের শিকার।
হাজার হাজার মাইল দূরের বন্ধুর সাথে ভার্চুয়ালে ব্যস্ত।
শুধু আমি, আমি-তুমি, তুমি,
ভার্চুয়ালজগতের বেড়াজালে নিত্যদিনের দিনাতিপাত।
আবার এরা খ্যাতি-কাতরও বটে।
খ্যাতির পিছনের পরিশ্রম সাধনা একাগ্রতা
সেদিকে নেই কোনো ভ্রূক্ষেপ।
স্থান-কাল-পাত্র ভেদে,
আমি, আমি-তুমি, তুমি,
এ প্রজন্ম পরবর্তী প্রজন্মকে ঠেকাবে কে?

CamScanner

নিয়ন্ত্রণ

কে কাকে করে নিয়ন্ত্রণ, নেই কোনো প্রয়োজন।
করে শুধু স্পষ্ট দৃশ্য সত্য নিয়ন্ত্রণ।
তাও শুধু ক্ষণিকের স্পষ্ট দৃশ্য সত্য।
এই শূন্য, এই অনন্ত চক্রাকারে ঘূর্ণায়মাণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে
দুইয়ের স্পষ্ট দৃশ্যে নেই কোনো মিল।
আমার স্পষ্ট দৃশ্য সত্যে, তোমার দ্বিমত অনস্থিত প্রকাশ।
তোমার বেলায় আমারও সমান প্রকাশ।
কোথায় গেলে পাবো চিরন্তন স্পষ্ট দৃশ্য সত্য।
নাকি দুইয়ের দৃষ্টি-দর্শনের নাগালের বাহির।
উভয়ই জানি, চতুর্মাত্রিক উর্ধ্ব-অধঃ অনন্ত-অসীম
নিয়ন্ত্রণরেখার বাহির।
উভয়ই, ক্ষণিক জীবনে ক্ষণিকের স্পষ্ট দৃশ্য সত্যে ভালোবাসি।
নিয়ন্ত্রণ-অনিয়ন্ত্রণ থেকে দূরে থাকি
আর দুইয়ের স্পষ্ট দৃশ্য সত্যকে অনন্ত-অসীমের স্পর্শ করাই।

CamScanner

চলে যাবে সংশয়

জানি তোমার চিন্তা-চেতনায়,
মননে-বোধে জমেছে অনেক বিয়োগফল।
নহে শুধু তোমার বেলায়,
এমন বিয়োগফল অনেকের বেলায়, আমার বেলায়ও।
তাই তো, বাক-বিতর্ক দিনরাত বিয়োগে বিয়োগে।
বিয়োগ থেকে শূন্য,
তারপর যোগ-সংযোজন, এমন অঙ্কে তো লাগবে সময়।
নাই উভয়ের বিয়োগ থেকে যোগ অঙ্কের বিশালাকার প্রতিভা।
আমি জানি, তুমিও জান দুইয়ের অঙ্কে বিয়োগফল।
উভয়ের উত্তরে যখন বিয়োগ থেকে যোগে আসবে,
তর্ক-বিতর্কের তখন অবসান হবে।
তাই অঙ্কে, বোধে ও মননে
উভয়ের বিয়োগফল থেকে যোগফলে আসার শুভ ভাবনার উদয় হোক।

CamScanner

হীন বোধ

গণতন্ত্র হোক, সমাজতন্ত্র হোক আর রাজতন্ত্রই হোক,
যে তন্ত্র তোমাকে নির্ধারণ করেছে আদেশের মালিক।
যে আদেশে,
শিশু তার মায়ের পেটে জন্মের আগেই মৃত্যুবরণ করে।
যে আদেশে,
শিশু মায়ের পেটে বিকলাঙ্গ।
যে আদেশে,
গর্ভবতী মা বোমার শেলে রাস্তায় মৃত্যু পথযাত্রী।
তোমার একটি আদেশে
কত প্রাণ কত সত্ত্বা, সৃষ্টির সৌন্দর্য থেকে ঝরে পড়েছে।
তোমার বিবেকবোধ সভ্যতার সঙ্গে বিরোধ।
এমন হিংস্র বোধ, পশুর চাইতেও অধম।
সভ্যতন্ত্রের জগতে কেমনে কর, এমন আদেশ।
সব তন্ত্র তো বারণ করে আধিপত্যবাদ।
আধিপত্যবাদ বারণের লক্ষ্যে, সব তন্ত্রের সূত্রপাত।
রক্ষক যদি ভক্ষক হয়, ক্ষুধা চিরন্তন।
যুগে যুগে এমন পরিণতি আখ্যানে ব্যাখা, ইতিহাসে উল্লেখ।
সহজে বুঝি, সভ্যতা মানেই তো ভালোবাসায় দুইয়ের সহাবস্থান।
শুভবুদ্ধির উদয় হয়ে পৃথিবীর সব হীনম্মন্যতা দূর হোক।
সংলাপ-সমবাদের প্রাধান্যেই সব সমস্যার সমাধানে
ভালোবাসায় দুইয়ের সহাবস্থান হোক।

CamScanner

একটি ফুল

ভাবনা আমার একটি ফুলের জন্য,
যে ফুল ফুটিয়ে রাখিতে মরিয়া আমি।
যে ফুল প্রাণবন্ত শোভা থাকবে জীবনভর, অমর।
অদূর ভবিষ্যতে থাকব না আমি,
কিন্তু থাকবে আমার প্রাণবন্ত ফুল।
আমি নিবেদিত একটি ফুলের জন্য।
যে ফুলের শোভার নিঃশ্বাসে
শত কোটি প্রাণ গাইবে ভালোবাসার জয়গান।
হে প্রাণপ্রিয় ফুল,
তোমাকে প্রতিজ্ঞা থাকতে জীবন হবে না ভুল।
নিশ্চিত বিশ্বাস,
সত্য নিবেদিত প্রাণঢালা আমার ফুল,
তোমার শোভা শত কোটি প্রাণে
ভালোবাসার জয়গানের শোভাযাত্রায় ভরে উঠবে।

CamScanner

আজ আর কাল

শুধু আজ আর কাল,
আমি যাব আজ, তুমি যাবে কাল।
বিদায়ের পালা বিধির বিধানে এমনি চিরকাল।
রবে শুধু তোমার-আমার স্মৃতি-বিস্মৃতি কর্ম-ক্রিয়া।
কেহ রাখে কীর্তি-মহিমা, অমর কথা।
কেহ রাখে বিতর্কিত ইতিহাস
হিটলার, মুসোলিনী, আরো কত মীরজাফর।
আসে আর যায় এই জগত কে করিবে নিয়ন্ত্রণ।
সারি সারি মৃত্যু লাশ দেখিতে পায় দূর রাস্তায়।
পূর্ণ করিবে নতুন সত্মা, নতুন প্রাণ,
এমনি ধারাই চিরকাল।
এই অনন্ত ধারায়
নাই কোনো জ্ঞানী, নাই কোনো মুনি-ঋষি দিবে যে ভবিষ্যৎবাণী।
এই বেলায় শূন্য সবাই, এই জ্ঞানগর্ভে যেতে পারে নাই।
শুধু আজ আর কাল,
আমি যাব আজ, তুমি যাবে কাল।
বিদায়ের পালা এমনিই হবে চিরকাল।
ভয় নেই ভয় নেই
মেনে নিয়েই ক্ষণিকের জীবনে
গেঁথে রাখি সবাই অমর কর্ম-ক্রিয়ার মালা।

CamScanner

ভাবনাতেই অমিল

গভীর ভাবের ভাবনায় খুঁজে পাই শান্তির চিত্রাঙ্কন।
ভাসমান তলাবিহীন ভাবনায়,
অবহেলা, অহংকার নিদারুণ পীড়া দেয় সর্বময়।
দুইয়ের চিত্তে ধরিতে চায় সত্যের সন্ধান।
গভীর ভাবনায় চির সত্য,
আর ভাসমান ভাবনায় ক্ষণিকের সত্য।
বলতে নাই মানা উভয়ই মিথ্যা মায়াজাল।
উভয়ই জীবন্ত প্রাণ, চায় শুধু যশ-কীর্তি মহান।
এমনি খেলায় ভুলে যায় সব ক্ষুধার্তের আর্তনাদ।
ভাবের ঘরে লুকোচুরি কী হবে যশ-কীর্তি।
উদার চিত্তে ভাবের ঘরে
তৈরি করি রসায়ন, হবে ক্ষুধার্তের সব ক্ষুধা-তৃষ্ণার অবসান।
এই হোক উভয় চিত্তের ভাবের ঘরে সত্যের সমাগম।

CamScanner

ধরিত্রীতে আজ দাহ

আমাদের সুন্দর প্রকৃতি,
প্রিয় পৃথিবী আজ
নানা কারণে টালমাটাল।
বলি আমি, ভাবনায় গরমিল,
গবেষণায় গরমিল,
তারই মাঝে জাতিবিদ্বেষ ও ধর্মান্ধতা, সাথে অহিংস রাজনীতি।
বলি সভ্যতা আর আধুনিকতা,
আছে তার বেড়াজালে নিহিত কত হীন বোধ,
তাই ধরিত্রীতে আজ দাহ।
পারমাণবিক থেকেও ধ্বংসাত্মক,
অশিক্ষা-কুশিক্ষা ধর্মান্ধ মানহীন ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বিস্ফোরণ।
আমি তুমি, তুমি আমি থাকবেই চিরকাল,
শুধু আমার ক্ষণিকের সত্যে নতজানু হও ভাবতেই নেই।
দুইয়ের সত্যে মোচন করি ধরিত্রীতে দাহ।
আবেদন আমার,
আবেগের উর্ধে উঠে বস্তুগত বিবেচনা বোধ থেকে
সমান ভাবনায় ভারাক্রান্ত ধরিত্রীকে রক্ষা করি।

CS CamScanner

সভ্যতার প্রসার

ভুল-ভ্রান্তি, ন্যায়-অন্যায়,
ভালো-মন্দ নির্ণয় করার বোধশক্তি যাদের
তারাই তো সভ্যতার ধারক ও বাহক।
ধারক ও বাহক যদি প্রাচীনের পদচিহ্ন আঁকড়ে ধরে
আধুনিকতার বিলাপে মত্ত থাকে,
সভ্যতা শুধু বই আর খাতায়
বোধের আড়ালে গড্ডালিকা প্রবাহের মত বইয়ের পাতায় পড়ে থাকবে।
সভ্যতার বাস্তব চেহারা সমাজ জীবনে ধারণ হবে না।
এত সুন্দর প্রাকৃতিক শোভা, বিচিত্র বৃক্ষরাজি,
ঐতিহ্যের উপস্থিতি,
প্রাণের উচ্ছ্বাস অকৃত্রিম ভালোবাসা মানুষ একে অপরকে কাছে টানে।
সবই তো সভ্যতা ও মানবতার নিদর্শন।
সর্বগ্রাসী অভিনয়-অভিলাষ ত্যাগ করে
হৃদয়ে সদা বহমান হোক মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ব ধারা।
এমনি হলে
সবার অনির্বচনীয় প্রশান্তিতে মুখমন্ডল শোভিত হবে,
অস্বচ্ছ ভাবনা খন্ডিত চিন্তা ধারণা দুর হবে।
বোধে আসুক সভ্যতার ভাবনা,
সমাজ, দেশ-জাতি মিলিত ভাবনায় সুন্দর পৃথিবী গড়ে তুলি।

CamScanner

প্রেম নয়, ভালোবাসা

আমার সত্তা, আমার বোধের অনুভূতি,
আমার চাওয়া-পাওয়া ও দেওয়া হবে প্রেমে নয়, ভালোবাসায়।
কেবল ভয়,
প্রেম হয়তো একদিন দুইয়ের বোধ থেকে হারিয়ে যেতে পারে।
ভালোবাসা হারিয়ে যাবে না, ভালোবাসা চিরন্তন।
সময়ের সাথে সাথে
স্থান-কাল-পাত্র ভেদে পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়।
কালের ধারাই এমনি শত-সহস্র প্রমাণ।
পৃথিবীর সব চিন্তা-চেতনা
মননের অহংকার মিশ্রিত প্রেম নিপাত যাক।
না হয়, শুধু আজ আর কাল মাত্র,
অহংকার-মিশ্রিত প্রেম কালো রাত হয়ে থাকবে।
তাই, প্রেম নয়,
ভালোবাসাই শ্রেয় ও সত্য।

CamScanner

ঈশাণ কোণে কালো মেঘ

আকাশের ঈশান কোণে কালো মেঘ।
শত-সহস্র বোধে ধর্মান্ধতা।
আসিবে কখন তৃতীয় নয়নের উপলব্ধি।
'আপদ-বিপদ' বাইরে আছে 'মহাবিপদ'।
চলছে ভয়াবহ আশঙ্কা,
সাম্প্রদায়িক অপশক্তি ধর্মান্ধদের ষড়যন্ত্র উদ্যত পৃথিবীব্যাপী।

সবাই মিলে রুখতে হবে, ঠেকাতে হবে, এই বলয়ের মরণ খেলা।
আমিও মানুষ, তুমিও মানুষ
কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে করি অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।
দূর করি ঈশান কোণের কালো মেঘ, শত বোধের ধর্মান্ধতা।
রাখি শান্তি—ভালোবাসার বন্ধন।

CamScanner

উদার রূপ

রক্তের অক্ষরে অক্ষরে দেখি,
আরো দেখি লাখ কোটি শিরা-উপশিরায় তোমার উদারতার রূপ।
তুমি নিত্য উদারতার হাত প্রসারিত করে শুস্ক হৃদয়কে সিক্ত কর।
তুমি বিশ্ব জন-মানুষের কাছে শান্তি-ভালোবাসার,
কবিতায়-সাহিত্যে অপূর্ব মহিমায় লেখনী ছড়িয়ে দাও।
তোমার বোধের প্রকাশ
জৈব-অজৈবের অস্তিত্বের বিকাশের জয়গান।
তোমার কীর্তি, তোমার মহত্ত্বতা সর্বজনীন।
তোমার উদারতার অনন্ত হাত
বিস্তৃত হয়ে সর্ব মানবকে আলিঙ্গন করছে।
তুমি চিরন্তন সত্য, তুমি সর্বকালের।

CamScanner

চাই না নতুন কোভিড বিন্যাস

হে কোভিড জানি তুমি প্রকৃতির এক মরণ ব্যাধি।
তুমি সংক্রামক এক ঘাতক ব্যাধি।
তুমি মানব ইতিহাসের পাতায় চির কলঙ্ক।
তুমি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আণবিক,
এমনকি হিটলার, আলকায়েদা, তালেবান থেকেও হিংসাত্মক।
যথেষ্ট-যথেষ্ট হয়েছে, অনেক।
আমাদের নিত্য-নৈমিত্তিক কাজে দিও না আর বাধা।
আমরা বেদনায় ভারাক্রান্ত।
ঘৃণা করে বলি, দূর হয়ে যাও কোন এক অজানা অদৃশ্য পরিবেশে।
নাই কোনো তোমার বিবেক বোধ,
নাই কোনো বেদনাকাতর মানুষের অশ্রুজলের মূল্যায়ন।
তুমি হিংস্র, বোধহীন প্রকৃতির এক দানব।
চাই আমরা সংক্রামক ব্যাধিমুক্ত পৃথিবী।

CS CamScanner

রোমান্টিক পরিবেশে যান্ত্রিক জীবন

আমার বসবাস কানাডার কুইবেক প্রভিন্সের 'মনট্রিয়্যাল' শহরে;
ফ্র্যান্স উচ্চারণে 'মরিয়াল'।
রাজধানী অটোয়ার দূরত্ব প্রায় আড়াই শত কিলোমিটার।
মনট্রিয়্যাল ৪৭২ স্কয়ার কিলোমিটার সেন্ট লরেন্ট নদী বেষ্টিত দ্বীপশহর।
মনে হয় প্রকৃতি যেন তার অকৃপণ হাতে পুরো শহরটাই সাজিয়ে রেখেছে।
শীত মৌসুমে, নীল আকাশে ধেয়ে চলা দুরন্ত তুষার
সাথে মেঘ মালা এক অপূর্ব দৃশ্য।
বর্ষা-গ্রীষ্মে আটলান্টিক সাগরের সাথে
সেন্ট লরেন্ট নদীর মৃদুময় বাতাস আরেক অপূর্ব দৃশ্য।
কিছু দূর পরপরই নকশা করা প্রমোদ উদ্যান
সাথে ফুল ও নানা গাছের সমারোহ।
এসব সৌন্দর্যের মধ্যে আমার যান্ত্রিক দিনাতিপাত।
কঠিন পৃথিবী, কঠিন প্রকৃতিতে টিকে থাকার জন্য,
অনেক আনন্দ-বেদনার পথ অতিক্রম করে আজ
রোমান্টিক পরিবেশের শহরে যান্ত্রিক জীবন নিয়ে
নতুন স্পৃহা, অন্তহীন গভীর ভাবনায়
জীবনের তৃতীয়াংশের দিনাতিপাত।

বিদ্বান ও জ্ঞানী

শুভ-অশুভ, ভালো-মন্দ, সত্য-মিথ্যা, বর্তমান-ভবিষ্যৎ
এর প্রতিক্রিয়া অনুধাবন করার বোধশক্তি যে ব্যক্তির আছে, সেই তো জ্ঞানী।
অনেক বিদ্বান ব্যক্তির উল্লেখিত উপাদানসমূহ না থাকার কারণে
অনেক সময় সমাজ সংস্কৃতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।
বিদ্বান এবং জ্ঞানীর তাত্ত্বিক ফারাক এখানেই।
পৌরাণিক কাহিনি থেকে শুরু করে আজঅবধি ইতিহাসে
আমরা অনেক জ্ঞানী এবং বিদ্বান লোকের কথা আমাদের বোধে-অভিজ্ঞতায়
ভরপুর।
আত্মজ্ঞান শব্দটি কঠিন,
হয়তো তার বিশ্লেষণ অনেক,
শব্দার্থ ও ভাবরস সাগর সমান।
যার দ্বারা রামায়ণের রাবন পর্যন্ত অর্জনে অক্ষম।
বর্তমান একবিংশ শতাব্দীতে
বিদ্বান এবং জ্ঞানীর সংমিশ্রণে সমাজ সংস্কৃতিতে একটা পরস্পরবিরোধী মনোভাব ও
যুদ্ধাভাব।
জ্ঞানের তাত্ত্বিক এবং আভিধানিক অর্থ অনুযায়ী সবার পক্ষে অর্জন করা সম্ভব নয়।
বিদ্বান হয়ে সন্তোষ থেকে জ্ঞানী এবং বিদ্বান
পরস্পর পরস্পরের সহযোগিতা, সম্মান-ভালোবাসা গড়ে তুললে,
সমাজ উপকৃত হবে এবং অনেক বিরূপ প্রতিক্রিয়া লাঘব হবে।

CamScanner

প্রথমে অস্তিত্ব

সভ্যতার প্রারম্ভ থেকে আজঅবধি
মানুষের প্রথম প্রয়োজন বেঁচে থাকা, অর্থাৎ তার অস্তিত্ব।
প্রতি কালের গবেষণায়ও কোনো রদবদল নেই।
অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা ও চিকিৎসা প্রাধান্য পায়।
বিজ্ঞানভিত্তিক নিরপেক্ষ স্বচ্ছ ও সত্য বোধশক্তির প্রকাশ নিঃসন্দেহে।
প্রশ্ন এখন,
একটা অস্তিত্ব যদি বিলীনের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ায়
তাহলে কোনো কিছুরই প্রয়োজন নেই।
তাই সব প্রয়োজনের জন্য প্রথমে বেঁচে থাকা, আমার অস্তিত্ব।
তাই, আমার প্রথম প্রকাশ অস্তিত্ব,
বাকি ধারাবাহিক গতিতে প্রয়োজন ভিত্তিক।

CamScanner

দৃষ্টি-দর্শন

দৃষ্টিতে আসে শুধু অস্বচ্ছতা,
দর্শনে দেখায় স্বচ্ছ ও পরিপূর্ণতা।
কেমনে এমন হয় রয়ে গেল বোধের আড়ালে।
দেখিতে চাই দেখিতে না পায়,
বোধে প্রতিভার অপ্রতুলতা ও গরমিল।
জানার আগ্রহে আমি মাতাল,
দৃষ্টির অন্তরালের অস্বচ্ছতা ও দর্শনের স্বচ্ছতা।
চাই আমি চিন্তা-চেতনায়-মননে দর্শনের গভীরতা।
দূর করতে চাই বোধশক্তির উৎসের অপ্রতুলতা।
জানার আগ্রহ আমার অনেক, কেমনে দিব্য দৃষ্টিতে আসে নিরাকার।
তৃপ্তি আমি সাকারে, অতৃপ্তি আমার নিরাকারে।
তাই ধরিতে চাই দর্শনে নিরাকার।

CamScanner

মাত্রাতিরিক্ত

মাতৃগর্ভে যে সত্তার পূর্ণাঙ্গরূপ লাভ,
জন্মের প্রথম দিনে সে তার অধিকার নিয়ে জন্মায়।
অধিকার ও প্রেম-ভালোবাসা দুইয়ের মিলনে গড়ে ওঠে তার পূর্ণতা।
কোনো এক সময়ে,
কারণে-অকারণে অধিকার ও প্রেম-ভালোবাসা জীবন থেকে হারিয়ে যায়।
জীবনের উপর মাত্রাতিরিক্ত অধিকারের কারণে জীবন ভেঙে পড়ে।
প্রেম-ভালোবাসাও তদ্রূপ, মাত্রাতিরিক্ত সয় না।
প্রকৃতিতে সেই লঙ্ঘন অনেক,
প্রকৃতির লঙ্ঘনে সমাজ-সংস্কৃতির কোনো হাত নেই।
কিন্তু মানুষের মাত্রাতিরিক্ত লঙ্ঘন নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব মানুষের নিজের।
মানুষ তার জীবনের উপর মাত্রাতিরিক্ত অধিকার করে ফেলে।
'মাত্রাতিরিক্ত', তুমি এমন,
প্রেম-ভালোবাসা, অধিকার-অনধিকার সব কিছুকে দূরে ঠেলে দাও।

শুভ বুদ্ধির উদয়

সংযম, ত্যাগ, ধৈর্য্য ও ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিয়ন্ত্রণ কয়জনের।
অন্যায়, মিথ্যা, কলুষ ও অবিচার থেকে পরিশুদ্ধ হৃদয়বৃত্তির পথে
প্রত্যাবর্তনের জন্য অনেক সাধনার পর আসে মহাবীর উপাধি।
কঠিন সত্যকে অতিক্রম করতে হলে,
ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন।
কালের বিবর্তনে প্রাচীন দিব্য চোখ
শক্তির ব্যাপ্তি ও রূপান্তরিত হয়ে ল্যাবরেটরি ও গবেষণাগারে সত্য প্রমাণের সন্ধানে।
পৃথিবীব্যাপী জাতি-ধর্ম, ধনী-গরীব, সবল-দুর্বল, জ্ঞান-গুণ, প্রভাব বলয়,
এই সব নানাবিধ বিভক্তি ও সংঘাতে সংকটাপন্ন।
এখানে অস্বীকারের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই।
উত্তরণের জন্য প্রতিটি বোধে
সংযম-ত্যাগ, সহমর্মিতা-সহিষ্ণুতা, মৈত্রী, ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধের প্রয়োজন।

CamScanner

ভাবনা

আমার মননে ও বোধে অগণনীয় ভাবনা।
গতি তার অপরিমাপ যোগ্য;
সংখ্যায়ও নেই কোনো গাণিতিক বা জ্যামিতিক হার।
বাস্তব পৃথিবীর সংসার ছাড়িয়ে জানার তাগিদে
কল্পনার ভাবনা মুহূর্তে চলে যায় পাতালপুরীর গল্পের সন্ধানে।
কখনো বিশাল আকাশে ভাসমান
গ্রহ-তারা-নক্ষত্রের চারিপাশ ঘিরে
পৃথিবীর মত ষড়ঋতুর সৌন্দর্যের শোভা বয় কি-না জানার জন্য।
ভাবনার মাত্রা নেই, সীমান্ত নেই।
কিন্তু ভেবে পাওয়ার সীমাবদ্ধতা আছে।
ভাবনার নাগালের বাইরে,
অজানা আরেকটি ভাবনা স্নায়ুকোষে ছোট করে ধাক্কা দেয়।
স্নায়বিক ক্রিয়ার সীমাবদ্ধতায়,
অসীমের সাথে সসীমের বন্ধনে,
আমার ভাবনাও কোনো সময় মুহূর্তের জন্য বিমর্ষ হয়ে পড়ে।
তবুও হাল না ছেড়ে,
বিমর্ষকে সান্ত্বনা দিয়ে অজানাকে জানার ভাবনায় মগ্ন থাকি।

CamScanner

মেঘের গর্জন

আকাশে ঘন কালো মেঘের গর্জন, সাথে প্রবল সাইক্লোন।
বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় অনেক।
হে মেঘ গর্জনে তোমার নাহি কোনো দোষ।
নিম্নচাপ, মৌসুমের পরিবর্তন,
প্রকৃতির এক ইন্ধনে আকাশে তোমার এ গর্জন।
পানি-জলে হবে থই থই,
প্লাবনে-সাইক্লোনে ধংসস্তূপ হয়ে যাবে নিশ্চয়।
ফসলের ভূমি, রাস্তাঘাট, জলাভূমি
কলমির হাসি পদ্মপাতার দোলা তলিয়ে যাবে বন্যায়।
ফসলহীন মাঠ, ভাবে দুঃখ উথাল-পাথাল।
বিধির বিধান সয়ে নেবো, মেনে নেবো।
আছে আমাদের ভেলা-তরী আধুনিক জলযান।
জানি মোরা সাঁতার।
ফিরে মাঠে দুহাতে করিব শষ্য রোপণ।
সাজিয়ে উঠিবে কলমির হাসি পদ্মপাতার দোলা।
কবি-সাহিত্যিক ভাবের ঘরে
একাকিত্বে করিবে তোমার নিষ্ঠুর গর্জনের চর্চা।

CamScanner

সাম্যে দৃষ্টি

রাজা-মন্ত্রীরা বলে মানবতা,
তাদের দোসররাও বলে মানবতা।
দৃষ্টি-দর্শনে নাই কোনো মানবতা।
শুধু মুখের বুলিতে গণতন্ত্র আর মানবতা।
এমনকি পৌরাণিক কাহিনিতে,
লৌকিক সাহিত্যেও মানবতার উল্লেখ।
হাজার লেখনী, হাজারও বুলিতে মানবতায় সয়লাব।
মানবতার জন্য করে দান লক্ষ-কোটি,
পড়ে না নজরে আফ্রিকার কালাহারি, ব্রাজিলের আমাজন,
ভারতের সাঁওতাল দলিত মুণ্ডা আদিবাসী,
আরও কত দূর গিরি দ্বীপের মানব।
বলিতে সমান, বিতরনে অসমান।
আইনে সমান, নাই কোনো প্রমাণ।
কর হাত সম্প্রসারণ, কর হৃদয়ে সাম্যের ভারসাম্য।
না হলে পালাবার রাস্তা সংকোচন।
কাঁদিবে ভুগিবে আজীবন।
অপরাধীর পাতায় রহিবে তোমাদের নাম সারাক্ষণ।

হীনম্মন্যতা

চারিপাশে ঘিরে মোদের ধর্মান্ধতা।
চারিপাশে ঘিরে মোদের অস্বচ্ছতা।
নিজ নিজ বিশ্বাসের উপর মোরা জীবন দর্শনকে বাঁচিয়ে রাখি।
কেন ধর্মান্ধতা-অস্বচ্ছতা সুন্দর জীবন দর্শনের উপর চাপিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা।
এইসব মনোবৃত্তি : কোনো কালে ইতিহাসে স্থান পায় নাই, পাবে না।
সবাই সবার স্বাধীন জীবন দর্শন বাঁচিয়ে রাখি ও শ্রদ্ধা করি।
আঘাত করার মনোবৃত্তি মানবিক তথা প্রকৃতির আরেক অভিশাপ।
তাই মোরা হীনম্মন্যতা-সঙ্কীর্ণতা দূর করে
সবাই সবার স্বাধীন জীবন দর্শনের উপর শ্রদ্ধা করি।
হীনম্মন্যতার মত অভিশাপ থেকে মুক্ত
স্বাধীন বিশ্বাসের পৃথিবী গড়ে তুলি।

CamScanner

বোধগম্য

নাহি কোনো দ্বিধা, নাহি কোনো ভেদ,
লহি আমি সহজে সমানে-সমান।
লহিবে আমায় এমনি করে
সহজেই তোমারও বেলায়।
চাহি না দেখিতে ললাটে রৌদ্র রস ।
দেখাও আমায় ললাটে বীর রস।
হবে না উন্মাদ শব্দের অর্থে।
হবে উন্মাদ ভাব ও রসে।
পাবে খুঁজে তখনই আমায় পূর্ণ মাত্রায়।
নয়ন জলে বেদনার হৃদয়ে
বোধের তাড়নায় খুঁজবে আমায়, ভূলের মাত্রা কোথায়।
উদার হৃদয়ে ভালোবাসি তোমায়
দিও না ব্যথা অযথা আমায়।
তাই, রহিল আমার পূর্ণ আবেদন,
ভয়শূন্য চিত্তে উদার হৃদয়ে ভাবে ও রসে মত্ত থাকি চির দিনের বেলায়।
শান্তি পাবো তখনই আমি তোমার বোধে বীর রসের আগমনে।

CamScanner

নিরপেক্ষ

হৃদয়ে নিরপেক্ষতার অভাব,
কারণ ধৈর্যহীনতা, আছে শুধু অহংকার অহমিকা।
বোধ ভাবনায় নেই কোনো নিরপেক্ষতার বিন্দুমাত্র লক্ষণ।
দেখি শুধু, সামান্যই তুষ্ট বহুগুণ।
বস্তুত, এমন বেলায় শুধু অন্ধকার কুরুক্ষেত্র।
শত প্রাণের হৃদয়ের বিভাজন।
অহংকার অহমিকা যে, বিষ থেকে বহু গুণে মারাত্মক।
বুঝে না, বুঝতেও চায় না
সবুজে ঘেরা প্রকৃতির যত শান্তি, আনন্দ নিরপেক্ষ ভাবনার খোরাক।
ধৈর্যহীন, অহংকার অহমিকার নয়।
দূর হোক যত সংকীর্ণতার অভিশাপ।
মন থেকে দূর হোক ব্যর্থ খবরদারি।
নতুবা, আজীবন মূর্খ কমান্ডের যুদ্ধের আদেশ
মূর্খ সৈন্যদলের উপর বরাবরই রয়ে যাবে।
যার পরিণাম শুধু আফসোস আর আফসোস।

CamScanner

মুগ্ধতার প্রকাশ

অরূপের সন্ধানে, তুমি রূপ সাগরের কান্ডারি।
তুমি দিনের দিনমণি, রাতের জ্যোৎস্না।
প্রকৃতির লীলাকে তুমি দেখিয়েছো ভাবে ও বাস্তবে।
তুমি দেখিয়েছো, উভয়বাদের স্বাদ।
তুমি কল্পনার শক্তিতে, ভাস্বর একজন সৃজনশীল শিল্পী।
তুমি সজীব-নির্জীবের নানা সূক্ষ্ম ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া
তোমার কবিতায় তোমার গানে এঁকেছো কত,
মুগ্ধ করেছ হাজারো প্রাণ।
তোমার কোনো সীমারেখা নেই,
নেই কোনো দেশ, সমাজ, প্রথা-বিধি,
অঙ্গীকার অনুশাসনের বন্ধন, তুমি স্বাধীন মুক্ত।
তুমি জীবনের রূপ-রস-গন্ধ, উপলব্ধি উপভোগ,
জীবন জগতকে সুন্দর ও পূর্ণতার রূপ তুলে ধরেছ।
হাজারো প্রমাণ, তোমার দৃষ্টি দর্শনের সৃষ্টি মুগ্ধ করে এখনো শতকোটি প্রাণ।
বিশ্বাস আমার, বিশ্বাসে বাঁচি, বিশ্বাসে বলি এই মুগ্ধতার নেই কোনো শেষ।

CamScanner

বিরহ স্মৃতি

বাবা নেই মা নেই,
নেই কত প্রিয়জন, আছে শুধু স্মৃতি।
চলে গেছে দূরে, বহু দূরে, নেই দৃষ্টির নাগালে।
হবো একদিন আমিও সেই পথের পথিক।
প্রকৃতির বিধানে নেই কোনো বিরহ কাতর।
সান্ত্বনা শুধু এই বিশ্ব চরাচরে যতসব সজীব সবাই এই নিদ্রার সাথী।
এখন স্মৃতি শুধু ক্ষণিকের কথা বলে।
দেখবো না তখন বসন্ত দিনে
মৃদুময় বাতাসে দোল খাওয়া গোলাপ।
তখন আমার স্মৃতির সবুজ বৃন্ত সব হবে শোকাহত।
নেই কোনো বিরহ,
আমার স্মৃতি যখন বিধির বিধানে হবে পদানত,
তখন হাজারো স্মৃতির জন্ম নেবে।
কালের প্রবাহে হাজারো স্মৃতির মৃত্যু আর হাজারো স্মৃতির হবে জন্ম।
স্মৃতির খেলা এমনই আনন্দ, এমনই বিরহ।

CamScanner

চঞ্চল ভাবনা

মন তার প্রাসাদ চূড়ায়,
দৃষ্টি তার গগনচুম্বী।
দর্শন তার মাটির তলার গুহা।
শুনে শুধু বাহ্যিক, চাহে না সে ভাব রস।
জবাবে বুঝায় কিছুটা মূর্খ অনুমান।
জানে না সে শ্রুতি যে জ্ঞান।
দেখে শুধু মাথার উপরে আকাশের সীমানা।
বুঝে না সে আকাশের সীমানা অনন্ত অসীম।
বুঝে শুধু সে যৌবনের লাবণ্য।
জানে না সে বার্ধ্যকের লালিত্য মাধুর্য।
বুঝে না সে,
দুঃখকে দুঃখ দিয়ে দূর করতে হয়,
এক ভুল শুধরাতে শত ভুল হয়।
সহজে ভুল শুদ্ধকে গ্রহণ করি,
সম্মান করি, শ্রদ্ধা করি, ভালোবাসি।

ভালোবাসা

খুঁজি ভালোবাসা তুমি কোথায়?
ভোর থেকে গোধূলি, কখনো নিশি রাত
তন্ন তন্ন করে খুঁজি।
ইতিহাসে, পৌরাণিক কাহিনিতে
দুই প্রেমের একীভূত, দুই প্রেমের বন্ধনের আঁকা লেখা শত দৃশ্যত প্রমাণ।
এমন যুগল ছিল কত, আছে কত বিশ্ব চরাচরে।
তবুও জেনেশুনে খুঁজি আমি, বাকি নেই কোনো ঋতু,
এমন কি বসন্তদিনের মৃদুমন্দ বাতাস, সাথে সংগীতের সুরধ্বনি দিয়ে।
নির্মম নিষ্ঠুর হলে দূরে চলে যায়।
নিঃস্বার্থ নিষ্পাপ হলে কাছে চলে আসে।
দুইয়ের মন দোদুল্যমান হলে ভালোবাসা হয়ে যায় দূর।
ভালোবাসা নিষ্পাপ পবিত্র মন হলে বরাবরই কাছে।
ভালোবাসা শর্তহীন নিষ্পাপ এক বন্ধন।
প্রকৃতিকে সাক্ষী রেখে, পবিত্র মনে ভালোবাসাকে করি জয়।
ইতিহাসের মত, পৌরাণিক কাহিনির মত,
স্বর্গ মর্ত্যকে সাক্ষী রেখে
নতুন করে ভালোবাসার জন্য ভালোবাসি।

CamScanner

পরিশ্রান্ত বদন

জীবন যুদ্ধে তুমি সত্যিই পরিশ্রান্ত;
তোমার অক্লান্ত পরিশ্রমে পরিবার, দেশ ও জাতি ধন্য।
তোমাকে ধন্যবাদ জানাই আমার হৃদয় ভরে।
তোমার অক্লান্ত পরিশ্রান্ত বদনের শোভা আমাকে আপ্লুত করে।
যে শোভা সমস্ত বেদনা দূর করে,
আনে জীবনানন্দ, জন্মায় নতুন প্রেম-ভালোবাসা।
তোমার অক্লান্ত পরিশ্রম, হাজার জীবন মৃত্যুকে জাগিয়ে তোলে।
জীবন্মৃতদের বিবেককে প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে
কর্মের সন্ধানী হতে শেখায়।
বলিতে আমার নেই কোনো দ্বিধা,
তুমি জীবন সুখের দিশারী।
তোমার পরিশ্রান্ত মুখাবয়বের সৌন্দর্য ভরে উঠুক
সুন্দর জীবন দর্শনের পৃথিবী।

CamScanner

স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ

স্বচ্ছতার অভাব বোধে ভরপুর।
তাই করি প্রতিবাদ নিত্য-নৈমিত্তিক।
প্রমাণ সাপেক্ষে করি না উত্থাপন, তাই আসে প্রত্যুক্তি।
প্রতিবাদী সত্তা নির্জীব আমার, বোধে আমার অস্বচ্ছতা।
তাই খুঁজে বেড়াই
স্বচ্ছ-অস্বচ্ছতার আভিধানিক অর্থ ও এই দুই শব্দের গভীরতর ব্যঞ্জনা।
স্বচ্ছতা যখন যাবে বোধের তলায়,
'প্রতিবাদ' ও 'উক্তি' খণ্ডনের জন্য
আসিবে সত্য সুন্দর যৌক্তিক প্রতিউত্তর।
তাই আমি স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছতার
গভীরতর ফারাক এর শ্রেণিভেদকে সম্মান প্রদর্শন করি।

CamScanner

Kobitai Tumake

by Ananta Kumar Nishi

Published by

Ghas Prakashan

CamScanner